গণতন্ত্র

July, 2024 | রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগের ষাণ্মাসিক ই-পত্রিকা | Vol. no. V, Issue no. I

প্রচ্ছদ প্রবন্ধ

✹ জয়ী হল- যুক্তরাষ্ট্র, ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতন্ত্র ✹ ২০২৪ এর অষ্টাদশ লোকসভা নির্বাচন ও কর্তৃত্ববাদের বিরোধিতা
✹ স্থানীয় ও জাতীয় ইস্যু এবং অষ্টাদশ লোকসভা নির্বাচন ✹ অষ্টাদশ লোকসভার ফলাফল ও পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি
✹ নারী ও অষ্টাদশ লোকসভা নির্বাচন

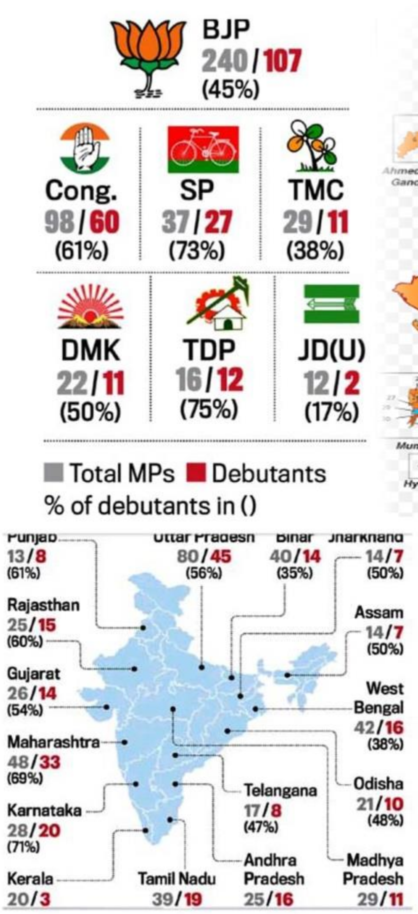

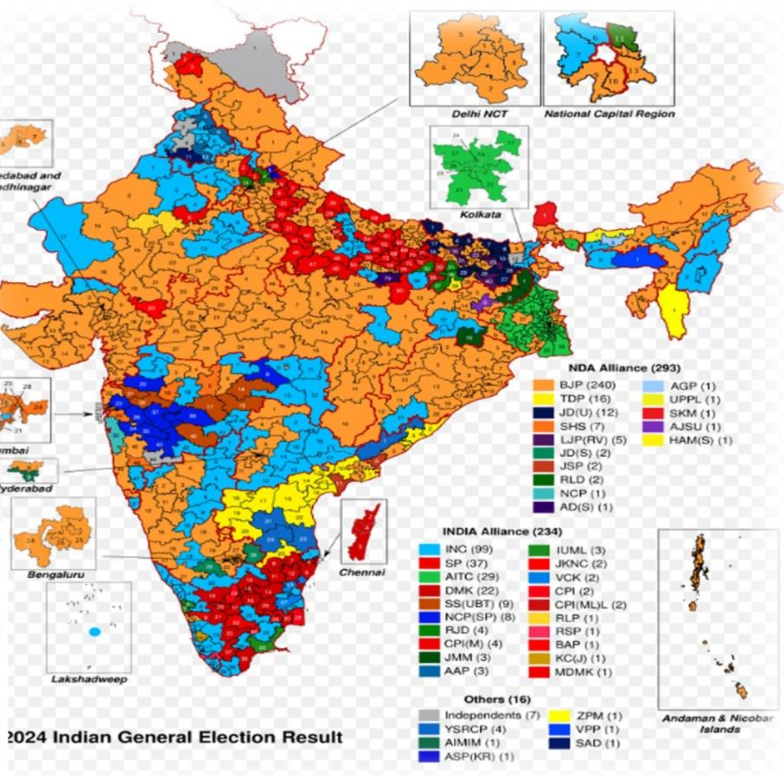

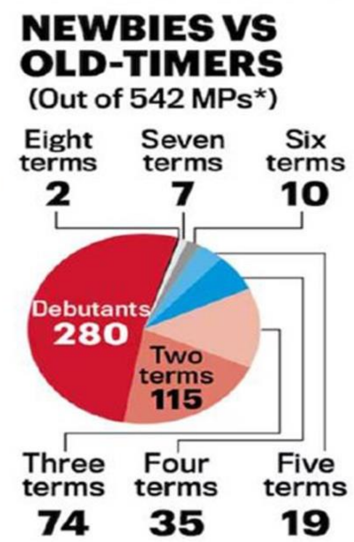

নিয়মিত বিভাগ

- শ্রদ্ধা জ্ঞাপন
- সাম্প্রতিক ইস্যু
- ক্যুইজ
- পুস্তক পর্যালোচনা
- বিভাগীয় অন্দরমহল
- প্রাক্তনীর কলমে

মুখ্য উপদেষ্টাঃ শ্রীকৌস্তভ ভট্টাচার্য্য, ভার-প্রাপ্ত অধ্যক্ষ, করিমপুর পান্নাদেবী কলেজ

উপদেষ্টা মন্ডলীঃ পরিচলন সমিতির মাননীয়া সভাপতি সহ অন্যান্য সদস্য ও সদস্যা এবং একাদেমিক সাব কমিটির সকল অধ্যাপক ও অধ্যাপিকাবৃন্দ, করিমপুর পান্নাদেবী কলেজ।

সম্পাদকঃ শ্রীপ্রসেনজিৎ সাহা, সহকারী অধ্যাপক, রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগ, করিমপুর পান্নাদেবী কলেজ

সহযোগী সম্পাদক মন্ডলীঃ সফিউল ইসলাম খান, সহকারী অধ্যাপক। শ্রী স্বপন কুমার বিশ্বাস, সহকারী অধ্যাপক।

মৃণাল সিংহ বাবু, স্টেট এডেড কলেজ টিচার। রিংকি বিশ্বাস, স্টেট এডেড কলেজ টিচার,

রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগ, করিমপুর পান্নাদেবী কলেজ

পত্রিকাস্বত্বঃ করিমপুর পান্নাদেবী কলেজ প্রকাশকাল : ০৮, অক্টোবর ২০২৪

Vol. no. V, Issue no. I (July, 2024)

পত্রিকায় উল্লিখিত বা লিখিত মন্তব্য লেখকের নিজের, প্রতিষ্ঠান বা সম্পাদকের নয়।

প্রকাশক: রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, করিমপুর পান্নাদেবী কলেজ।

মতামত বা অভিযোগ বা ম্যাগাজিন সম্পর্কে যেকোনো মন্তব্যের জন্য যোগাযোগ করুন:
politicalscience@karimpurpannadevicollege.ac.in

Website Link : https://karimpurpannadevicollege.ac.in/emagazine/

@ পত্রিকা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। প্রতিষ্ঠানের অনুমোদন ব্যতীত পত্রিকার যে কোন অংশের অনুলিপি অপরাধ বলে বিবেচিত হবে।

মুদ্রণ ও ডি টি পি : শ্রী জয়ন্ত দত্ত, নবদ্বীপ ।

বিষয় সূচীঃ

সম্পাদকের কলমেঃ-

অহংকার ও একমাত্রিকতার বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক চেতনার জয় 4

শ্রদ্ধা

১। কৃষি আমাদের ভিত্তি - শিল্প আমাদের ভবিষ্যৎ
-প্রয়াত মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য স্মরণে (১৯৪৪ - ২০২৪) • রিংকি বিশ্বাস 6

সাম্প্রতিক ইস্যু

২। ভারতের নতুন ফৌজদার আইন, ২০২৩ : একটি পর্যালোচনা • শ্রী মৃণাল সিংহ বাবু 9
৩। বাংলাদেশের সাম্প্রতিক সমস্যা ও পট পরিবর্তন • রুবিনা খাতুন 12
৪। ব্রিটেনে পরিবর্তনের হাওয়া: ২০২৪-এর নির্বাচনের একটি বিশ্লেষণ • আল আমিন শেখ 15

প্রচ্ছদ প্রবন্ধ

৫। জয়ী হল- যুক্তরাষ্ট্র, ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতন্ত্র • অসম রেজা 18
৬। ২০২৪ এর অষ্টাদশ লোকসভা নির্বাচন ও কর্তৃত্ববাদের বিরোধিতা • ফারহিন খাতুন 20
৭। স্থানীয় ও জাতীয় ইস্যু এবং অষ্টাদশ লোকসভা নির্বাচন • তোতন হালদার 23
৮। অষ্টাদশ লোকসভার ফলাফল ও পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি • সঞ্জু মন্ডল ও যুক্তলেখা রায় 26
৯। নারী ও অষ্টাদশ লোকসভা নির্বাচন • বর্ষা খাতুন 27

রেজাল্ট

প্রথম, তৃতীয়, পঞ্চম, ষষ্ঠ সেমিস্টার 31

অষ্টাদশ লোকসভার প্রথম বারের সাংসদদের পরিসংখ্যান 39

পুস্তক পর্যালোচনা 42

তামান্না ইয়াসমিন

ক্যুইজ বিভাগ 43

সৌরভ স্বর্ণকার

প্রাক্তনীর কলমে 45

জাহেরা খাতুন

ফিরে দেখা 46

ক্যুইজের উত্তর 47

সম্পাদকীয়

অহংকার ও একমাত্রিকতার বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক চেতনার জয়

৪৪ দিন ধরে ভারতবর্ষের তথা পৃথিবীর বৃহত্তম গণতন্ত্রের ১৮ তম সাধারন নির্বাচন শেষ হলো। এক বিরাট কর্মযজ্ঞ পৃথিবীর অন্যান্য গণতান্ত্রিক দেশগুলোর থেকে ভারতবর্ষের বৈচিত্র এবং জনসংখ্যা একে এক অনন্য মাত্রার দান করেছে অবশ্যই এক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনের উদ্যোগকে স্বাগত জানাতে হয়। এবারের মোট ৫৪৩ টি লোকসভার আসনে নির্বাচন হয়েছিল সাতটি পর্বে। ১৪০ কোটির দেশে যোগ্য ভোটার ছিল প্রায় ৯৭ কোটির মত তার মধ্যে ৭০ শতাংশ কাছাকাছি ভোট প্রদান করেছে। ৬৫ কোটির কাছাকাছি পুরুষ এবং ৩২ কোটির মত মহিলা ভোট প্রদান করেছেন ভোটের শতাংশ হিসেবে এবারে মোট ভোট পড়েছে ৬৬.৩৩ শতাংশ যা ২০১৯ (৬৭.৪০ শতাংশ) এর তুলনায় কিছুটা কম। আবার ২০১৪ (৬৬.৪৪ শতাংশ) এর কাছাকাছি। পুরুষ ভোটার এর শতাংশ ছিল ৬৫.৮০ এবং মহিলা ভোটারের শতাংশ ছিল ৬৫.৭৮ শতাংশ। যা অনেকটাই ইতিবাচক। পশ্চিমবঙ্গে ২০১৯ সালে শতাংশ হিসেবে ভোট হয়েছিল ৮১.৭২ শতাংশ এবারে তা একটু কমে ৭৯. ২৯ শতাংশ হয়েছে।

এত গেল কিছু পরিসংখ্যান। কিন্তু এবারের ভোট ছিল মূল লক্ষ্য ছিল ধর্মীয় সংকীর্ণতা, অহংকার আর একমাত্রিকতার বিরুদ্ধে। ছিল সংবিধানের আদর্শ কে রক্ষা করবার প্রয়োজনীয়তার প্রেক্ষিতে। নির্বাচনের শুরুতে যেভাবে শাসক দল ধর্মীয় ইস্যু, One Nation, one leader, সংবিধান সংশোধন এবং একাই ৪০০ আসন পার করে দেওয়ার গল্প বলেছিল তা ভারতবর্ষের মানুষ মেনে নেয়নি। তারা আবার প্রমাণ করল তারা কতটা গণতান্ত্রিক সচেতন বৈচিত্র্য কে রক্ষা করল যা এই নির্বাচনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক বলা যেতে পারে। নির্বাচনের পরেও বিভিন্ন এক্সিট পোল বিজেপি তথা এনডিএ জোটকে বিপুল সংখ্যায় এগিয়ে রাখলেও ভোট বাক্স খুললে গল্প অন্যরকম হয়। যা ভারতবর্ষের মানুষকে অনেকটাই স্বস্তি দিয়েছে। শাসক দলের অহংকারকে অনেকটা আঘাত করেছে। দেখা গেল ৫৪৩ টি আসনের মধ্যে NDA জোট পেয়েছে ২৯৩ যার মধ্যে বিজেপি ২৪০। অর্থাৎ তারা একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি, বিহারের নীতীশ কুমার এবং অন্ধ্রপ্রদেশের চন্দ্রবাবু নাইডু দের সহযোগিতায় নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদী আবার প্রধানমন্ত্রী হলেন, যা ২০১৪ এবং ২০১৯ এ ভাবাই যায়নি। INDIA জোট ২৩৪টি আসন লাভ করতে সক্ষম হয়েছে এবং অন্যান্য দল যারা এই দুটির অন্তর্ভুক্ত নয় তারা ১৬ টি আসন দখল করেছে।

আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবারের ভোট প্রমাণ করেছে ভারতীয় রাজনীতিতে সেটি হল জোট রাজনীতির যে ম্রিয়মাণ অবস্থা তৈরি হয়েছিল। তা আবার পুনরায় স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হলো। একক ভাবে কোন জাতীয় দল যে ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় ক্ষমতা দখল করতে পারবে না আঞ্চলিকতার বৈচিত্র্য কে গুরুত্ব দিয়ে সে ক্ষেত্রে ক্ষমতা দখল এক অনন্য পথ তা আবার প্রমাণিত হলো। অর্থাৎ একমাত্রিকতা যত প্রবল হবে তার বিরুদ্ধে আঞ্চলিকতা আরো বেশি পক্ত হবে -এটা এবারের নির্বাচনের অন্যতম শিক্ষা।

'গণতন্ত্রের' (Vol. V, issue no. I) এবারের ইস্যুতে ২০২৪ সালের ১৮ তম লোকসভা নির্বাচনের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে যেখানে বর্তমান রাজ্য সরকারি দলের জেতার আশা ছিল না বললেই চলে বা পূর্বের তুলনায় কম আসন পাবে এরকম কি ভাবা হয়েছিল, সেখানে ২০১৯ এর তুলনায় তারা বেশি আসন লাভ করেছে। আবার দেখা গেছে মহিলা প্রতিনিধি প্রেরণের ক্ষেত্রেও

পশ্চিমবঙ্গ অনেকটা এগিয়ে সারা ভারতবর্ষে এবারের লোকসভা নির্বাচনে ২৮০ জন নতুন সদস্য নির্বাচিত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ থেকে মোট ৪২ টি আসনের মধ্যে ১৬ জন নতুন সদস্য বা সদস্যা। আবার মোট ২৮০ জন নতুন সাংসদদের মধ্যে প্রায় ২০১ একজন তথা ৭২ জনের স্নাতক বা স্নাতক উত্তর ডিগ্রী রয়েছে যা বেশ আশাপ্রদ।

সামগ্রিকভাবে নির্বাচনের বিভিন্ন দিক আমাদের শিক্ষার্থীরা এবং অধ্যাপক অধ্যাপিকা রা তুলে ধরবার চেষ্টা করেছেন। সঙ্গে বেশ কিছু পরিসংখ্যানও তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়া শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়েছে সদ্যপ্রয়াত প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য মহাশয় কে কিছু নিয়মিত সাম্প্রতিক ইস্যু যেমন বাংলাদেশ সমস্যা ভারতবর্ষে রূপায়িত হওয়ার নতুন ফৌজদারি আইন এবং বৃটেনের নির্বাচন সহ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আশা রাখছি সামগ্রিকভাবে এই পঞ্চম বর্ষের প্রথম সংখ্যাটি সকলের কাজে লাগবে।

Parents- Teacher Meeting

শ্রদ্ধা জ্ঞাপন

কৃষি আমাদের ভিত্তি - শিল্প আমাদের ভবিষ্যৎ
-প্রয়াত মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য স্মরণে (১৯৪৪-২০২৪)

রিংকি বিশ্বাস, স্টেট এইডেড কলেজ টিচার

জন্ম, বংশ পরিচয় ও রাজনীতিতে পদার্পণ

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ১৯৪৪ সালের ১লা মার্চ উত্তর কলকাতার এক বাঙ্গালি ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম নেপাল চন্দ্র ভট্টাচার্য। বুদ্ধবাবু বিখ্যাত কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের ভাইপো ছিলেন। তিনি কলকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলা সাহিত্যে গ্রাজুয়েট হোন।

তৎকালীন সিপিআই এর সঙ্গে খাদ্য আন্দোলনের মাধ্যমে, বুদ্ধবাবুর সক্রিয় রাজনীতিতে হাতে খড়ি হয়। ১৯৬৮ সালে গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের রাজ্য সম্পাদক হন তিনি, ১৯৭৭ সালে কাশিপুর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে বিধায়ক নির্বাচিত হন। তার রাজনৈতিক উত্তরণ ছিল সাফল্যে মোরা। তবে হঠাৎই ছন্দপতন হয়, তিনি লিখলেন 'দুঃসময়' নাটক, রাজা তোর কাপড় কোথায়? জাতীয় প্রশ্ন তুলেছিলেন। যা নিয়ে বিপুল বিতর্ক পার্টির অভ্যন্তরে। সেই বিতর্কের আচ নিভতে না নিভতেই, ''চোরেদের মন্ত্রিসভায় আর থাকবো না ''-বলে বেরিয়ে গিয়েছিলেন মন্ত্রিত্ব ছেড়ে। পরে পুনরায় দলে ফিরে আসেন। তিনি যাদবপুর বিধানসভা থেকে টানা পাঁচবার জিতে দীর্ঘ ২৪ বছর সেখানকার বিধায়ক ছিলেন। বামফ্রন্টের ক্যাবিনেটে ১৯৮৭ থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী এবং ১৯৯৬ থেকে ১৯৯৯ পর্যন্ত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন। বুদ্ধবাবু ১৯৯৯ সালের জ্যোতি বসুর শাসনকালের শেষ লগ্নে, উপমুখ্যমন্ত্রী হিসাবে নির্বাচিত হন। এরপর ২০০০ সালে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। তখন তার সামনে এক অসম্ভবকে সম্ভব করে দেখানোর চ্যালেঞ্জ ছিল। অথবা একাধিক অসম্ভবকে সম্ভব করে দেখানোর কথা ছিল। তিনি সেই সব কাজকে সম্ভব করে তোলার দায়িত্বটা নিয়েছিলেন। সেই কারণেই তাকে মনে রাখার প্রশ্নটি থেকেই যায়।

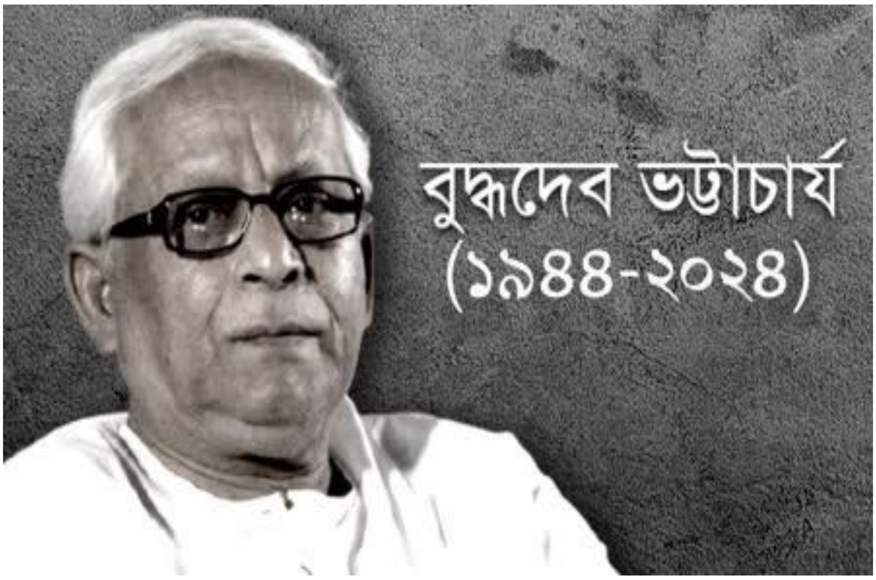

সরল ও অনারম্বর জীবন

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য তার পূর্বসূরী মুখ্যমন্ত্রীদের রাইটার্স আগমনের নিয়ম থেকে বেরিয়ে আসেন। বুদ্ধবাবু বাড়ি থেকে বেরিয়ে সাদা একটা আম্বাসাডার-এ চেপে রাইটার্সে আসতেন, পেছনে থাকতো মাত্র একটি পাইলট কার। থাকতো না ডজনখানেক গাড়ির কনভয়, থাকতো না আলোর দবদপানো হুটার, থাকতো না তীব্র সাইরেনের শব্দ। তবে বুদ্ধবাবু নিজের দলের অভ্যন্তরে পরিবর্তন আনতে ততটা সফল ছিলেন না। তিনি সিটুর জঙ্গি মনোভাবকে প্রশমিত করতে চেয়েছিলেন। শিক্ষা ক্ষেত্রে দলের ভূমিকায় স্বচ্ছতা আনতে চেয়েছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি 'একা কুম্ভ' হয়েই থেকে যান।

কৃষ্টি ও সংস্কৃতিতে অবদান

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ছিলেন একজন নির্ভেজাল বাঙালি, সার্বিক অর্থে ভীষণ সংস্কৃতিমনস্ক একজন নিপাত ভদ্রলোক তার উদ্যোগে প্রথম কলকাতায় "রূপায়ণ" নামক একটি ল্যাবরেটরি এবং সাউন্ড রেকর্ডিং থিয়েটার গড়ে উঠেছিল। বলাই যায় বুদ্ধবাবুর উদ্যোগেই, জেলায় জেলায় রবীন্দ্র ভবনগুলি গড়ে উঠেছিল, এমনকি কলকাতা বইমেলাও তারই আমলে বিস্তার লাভ করেছিল। তিনি উদ্যোগ নিয়ে "নন্দন ফিল্ম সেন্টার" গড়ে তুলেছিলেন। এমনকি কলকাতা ফিল্মে ফেস্টিভাল এর বিস্তারও তার আমলেই ঘটে।

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য একজন প্রকৃত ভারতীয় কমিউনিস্ট। তিনি মনে করেছিলেন যে আমাদের দেশের সমাজতন্ত্র আসবে, আমাদের মত করেই। তাই তো বুদ্ধবাবু তার বই 'স্বর্গের নিচে মহাবিশৃঙ্খলা' তে লিখেছিলেন-" যে বিষয়টি বাস্তবে প্রমাণিত সেটি সত্য শুধুমাত্র তত্ত্বে নয় মার্কসীয় ধারণাকেই আমি আঁকড়ে ধরে থাকার চেষ্টা করেছি"।

শিল্পের স্বপ্ন

বাম আমলে রাজ্যের কৃষি ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছিল, তবে শিল্পের দিক থেকে রাজ্য ছিল পিছিয়ে ২০০১ সালে বুদ্ধ বাবু মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই তিনি রাজ্যের শিল্পের প্রয়োজনীয়তার কথা বলতে থাকেন রাজ্যের উন্নতি করতে হলে, শিক্ষিত যুবক যুবতীদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হলে, শিল্প কারখানা যে আবশ্যক তা বিলক্ষণ বুঝেছিলেন বুদ্ধবাবু। তিনি বলেছিলেন" কৃষি আমাদের ভিত্তি, শিল্প আমাদের ভবিষ্যৎ"। বুদ্ধবাবুর দিকে নজর দিলে বোঝা যায় পুঁজিপতিদেরসঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়ানোর লোক তিনি ছিলেন না। কার্ল মার্কস, মায়াকোভাস্কি, মারকেজই তাকে বেশি উজ্জীবিত করে ছিলেন। কিন্তু এসব সত্ত্বেও পরিবর্তন ঘটল, তিনি রাজ্যের বেকার সমস্যার সমাধানের জন্য রাজ্যে শিল্পের প্রয়োজন। আর এই তাগিদেই বুদ্ধবাবু পুঁজিপতিদের কাছে পৌঁছলেন। পুঁজিপতিরা তাকে সদর্থক ভাবেই সাড়া দিলেন। কিন্তু সমালোচকেরা বললেন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ শিল্প উদ্যোক্তারা তাদের পুঁজির ঝুলি নিয়ে আসতেই বুদ্ধবাবুর 'দাস ক্যাপিটাল'-এর আদর্শ নাকি মাথায় উঠেছিল! তার নিজের এই পরিবর্তন ছিল তার রাজনীতিরই অঙ্গ, এমন নয় যে তিনি হঠাৎ করে একদিন পুঁজির এ যাবত অজ্ঞাত সব গুণাবলী আবিষ্কার করে ফেললেন। তর্কের খাতিরে তিনি লেনিনকে উদ্ধৃত করে বলতেই পারতেন- সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রাক শর্তই হলো বুর্জোয়া শিল্প বিপ্লব। তাছাড়াও রাজ্যের বাম শাসনকে দীর্ঘস্থায়ী করার জন্য বুদ্ধবাবুর কাছে সেটাই একমাত্র পথ ছিল।

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ছিলেন চূড়ান্ত সৎ, নির্ভেজাল এবং ন্যূনতম আরম্বরহীন। তার পোশাক ছিল দুধ সাদা পাঞ্জাবি। সবমিলিয়ে এক সন্ন্যাসী আর ফকিরের মিশেলে গড়া একজন ব্যক্তি। তিনি নিজ দলের সমালোচনা

করতেও কোনদিন ভয় পাননি। তিনি নির্ভয়ে দুর্নীতি, আধিপত্যবাদ, ব্যক্তিগত কারণে সুবিধা নেওয়া, মৌলবাদের সাথে আপোষ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। তিনি উত্তরবঙ্গ বিভাজন নিয়ে প্রতিবাদ করেছিলেন, বলেছিলেন কোন বিভাজন হবে না "ওরা আমাদের ভাই বোন আমরা এক থাকবো"। বুদ্ধবাবু ২০২২ সালে ভারত সরকার কর্তৃক প্রদত্ত পদ্মভূষণ সম্মান প্রত্যাখ্যান করেন তার আদর্শের জন্য।

বামপন্থা এবং বুদ্ধদেব

সারা বিশ্বে যখন ইতিহাসের চাকা বামপন্থার বিপরীতে ঘুরতে শুরু করেছে, ভারতে দ্বীপের মতো জেগে আছে, পশ্চিমবঙ্গ, কেরল, ক্ষুদ্র ত্রিপুরা এবং দিল্লির জহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিজাত ক্যাম্পাস। সেই ঐতিহাসিক স্রোতের বিপরীতে দাঁড়িয়ে বুদ্ধবাবু তার মিশন সফল করার জন্য কোন আশাই বা রাখতে পারেন! বামপন্থা তো তখন বাতিলের খাতায়। বিশ্বের একটা বৃহৎ জনসংখ্যা তখন বামপন্থাকে ত্যাজ্য করেছে।

বুদ্ধবাবুর রাজনীতিক জীবনে বহু বিতর্ক সৃষ্টি হয়। তার শিল্প উদ্যোগ ভীষণভাবে সমালোচিত হয়। বুদ্ধবাবুর আমলে ছোট আঙ্গারিয়া গণহত্যা, নেতাই হত্যাকাণ্ড, লালগড়ে সহিংসতা, ধানতলা মামলা, পুলিশ ক্যাম্পে হামলা, সিঙ্গুর নন্দীগ্রামের মত ঘটনা ঘটেছিল অস্বীকার করা যায় না। এইসব ঘটনার দায় মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তিনি এড়াতে পারেন না। তবে এই দায়ী কি শুধু তার একার? সত্যি বলতে বুদ্ধবাবু স্রোতের অভিমুখকে ফেরাতে পারেননি।

রাজনীতি এখন অনেকটাই পেশা, সেখানে বুদ্ধবাবু সম্পর্কে একথা বললে ভুল হবেনা যে তিনি একজন সঠিক মানুষ ছিলেন ভুল সময়ে। এই জায়গায় দাঁড়িয়ে বুদ্ধ বাবুর ব্যর্থতা মানে বাঙালির স্বপ্নভঙ্গ। ২০১১ সালে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য পরাজিত হন। যে মানুষটিকে এক আলোকিত বঙ্গের অগ্রদূত বলে ভাবা হয়েছিল তার নেতৃত্বে দীর্ঘ বাম জমানার অবসান হয়। তিনি থাকুন বা না থাকুন বামেদের দিন ফুরিয়েছিল নিশ্চিত। সিঙ্গুরের টাটাদের গাড়ি কারখানা এবং নন্দীগ্রামে পেট্রোকেমিক্যাল প্রকল্প নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিবাদ তখন বাংলার রাজনীতির মঞ্চে পরিণত হয়েছিল। ২০১১ সালে বিধানসভা নির্বাচন বামেদের পক্ষে যায়নি। দেওয়ালের লিখন তখন নিদারুণভাবে স্পষ্ট-বুদ্ধদেব ও তার দলের দিন ফুরিয়েছে। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের একাধিক সিদ্ধান্ত নিয়ে বিতর্ক দূরে সরিয়ে, মনে থাকবে বুদ্ধ মানেই সাদা ধুতি পড়া, পায়ে কোলাপুরি চটি পড়া, নিখাদ ভদ্রলোক আদ্যন্ত এক বাঙালিকে। মনে থাকবে মুখ্যমন্ত্রী হয়েও তার সহজ সরল সাদামাটা জীবন যাপনের কথা মনে থাকবে পশ্চিমবঙ্গের লাল দুর্গে তারুণ্যের নতুন হাওয়া আনা বুদ্ধকে। বুদ্ধবাবুর বাংলাকে শিল্পমুখী করার স্বপ্নভঙ্গ হলেও অখণ্ড বাংলার বা বাংলাকে বিভক্ত হতে না দেওয়ার স্বপ্নভঙ্গ হয়নি। ২০২৪ সাল ৮ই আগস্ট কলকাতায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ।চলে গেলেন বুদ্ধবাবু রেখে গেলেন তার অখন্ড বাংলা। এক থাকলো গোটা পশ্চিমবঙ্গ। যেখানেই থাকুন আপনি ভালো থাকুন। সেলাম আপনাকে।

সাম্প্রতিক ইস্যু

ভারতের নতুন ফৌজদার আইন, ২০২৩ : একটি পর্যালোচনা

মৃণাল সিংহ বাবু, স্টেট এডেড কলেজ টিচার, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, করিমপুর পান্নাদেবী কলেজ

সাম্প্রতিককালে ভারত সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হলো ফৌজদারী আইনের সংস্কার। ২০২৩ সালে পুরনো ব্রিটিশ আমলের ঔপনিবেশিক ফৌজদারী আইন ও তার শব্দবন্ধ কাটছাঁট, সংযোজন ও পরিবর্তন করে নতুন ফৌজদারি আইন পাস করে যেটি ২০২৪ সালে ১লা জুলাই কার্যকরী করা হয়। ব্রিটিশ আমলের তিনটি ফৌজদারি আইন ১) Indian Penal Code (IPC 1860) পরিবর্তিত হয়ে Bharatiya Nyaya Sanhita, ২) Indian Evidence Act (1872) পরিবর্তিত হয়ে Bharatiya Sakshya Adhiniyam এবং ৩) Code of Criminal Procedure (CrPC 1898) পরিবর্তিত হয়ে Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita নামে পরিচিতি লাভ করে। কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয় উপনিবেশিক সময়ের এই আইন গুলি

ব্রিটিশ সরকারের উপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থা কে রক্ষা করার জন্য ন্যায় বিচার এর পরিবর্তে শাস্তি বিধানকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হতো। বর্তমান এই আইন মূল ভিত্তি হল- ন্যায়বিচার, সমতা এবং স্বচ্ছতা।

১) ভারতীয় ন্যায় সংহিতা:- বর্তমানে এই আইনের ৩৫৮ টি ধারা রয়েছে। ২১ নতুন অপরাধকে চিহ্নিত করা হয়েছে। নতুন আইনে শাস্তির মেয়াদ বৃদ্ধি ও জরিমানার পরিমাণ বৃদ্ধি ঘটানো হয়েছে। নতুন আইনে জিরো এফ আইআর, ই এফআইআর, যৌন হিংসায় নির্যাতিতার বয়ান রেকর্ড করবেন মহিলা বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট, গণধর্ষণ মামলায় কুড়ি বছর কিংবা আজীবন কারাবাস, ১৮ বছরের কম বয়সী মেয়ের ধর্ষণে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড কিংবা মৃত্যুদণ্ড, গণ প্রহরে মৃত্যুর ঘটনায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বা মৃত্যুদণ্ড হতে পারে। প্রথমবার অপরাধী ক্ষেত্রে সহানুভূতিপূর্ণ বিচারের গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এই আইনের সংগঠিত অপরাধ ও

সন্ত্রাসবাদের কড়া শাস্তির সংস্থান রয়েছে, ১১৩ নং ধারায় সন্ত্রাসবাদে সংজ্ঞা নির্ধারণ করা হয়েছে। নতুন আইনে আরেকটি দিক হলো রাজদ্রোহের আইন বাতিল করে দেশের বিরুদ্ধে বলা অর্থাৎ লেখালেখি, বৈদ্যুতিক মাধ্যমে দেশের বিরুদ্ধে বলা, সশস্ত্র বিদ্রোহে উস্কানি দেওয়া, বিচ্ছিন্নতাবাদী কাজকর্ম, দেশের ঐক্য সংহতি সার্বভৌমত্বকে বিঘ্নিত করলে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বা সাত বছর কারাদণ্ড এবং জরিমানার হতে পারে বলে সংস্থান রয়েছে। তবে সরকারের বিরুদ্ধে যে কেউ বলতে পারে। ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা সাত বছর বা তারও বেশি কারাদণ্ডের শাস্তিযোগ্য অপরাধের জন্য ফরেনসিক তদন্তকে বাধ্যতামূলক করে। তথ্য নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার জন্য কাউকে গাড়ি চাপা দিয়ে পালিয়ে গেলে দশ বছরের বারদণ্ড বা ১০ লক্ষ জরিমানা সংস্থা রয়েছে অপরাধের মাত্রা অনুযায়ী (যদি ওই ধারাতে পহেলা জুলাই থেকে কার্যকর করা হয়নি।

২) ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা:- নতুন ফৌজদারি আইনে সময় উপযোগী ও ভ্রান্তিহীন ন্যায় বিচারের জন্য যে নাগরিক সুরক্ষা সংহিতায় নতুন কতগুলি হয়েছে সেগুলির মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য -

১. নতুন আইনে এখন পুলিশ যদি কাউকে থানায় এগিয়ে বা যেতে রাখে বা গ্রেফতার করে সেই তথ্য থানায় রেজিস্টার বা এই রেজিস্টার্ডে নথিভুক্ত হবে, কতজন ব্যক্তি কোথা থেকে থাক তথ্য স্থানে রাখতে হবে তাছাড়া গ্রেফতার হওয়া ব্যক্তি আত্মীয় বা মনোনীত ব্যক্তি কে গ্রেফতারের খবর জানাতে হবে।

২. প্রতিটি ব্যক্তি কর্তব্যরত পুলিশ আধিকারিকে আইনানুগ নির্দেশ বলে মেনে চলতে বাধ্য।

৩. এখন অনলাইনে এর মাধ্যমে কোন ঘটনা পুলিশকে জানানো যায়।

৪. কোন পুলিশ সর্বিক তদন্তের স্বার্থে লিখিতভাবে তাঁর নিজের মধ্যে অথবা কাছাকাছি অঞ্চলে বসবাসকারী কোন ব্যক্তিকে থানায় দেখে পাঠাতে পারে। এক্ষেত্রে ১৫ বছরের উপরে ও ৬০ বছরের নিচে বয়সী সক্ষম ও সুস্থ ব্যক্তিদের থানায় উপস্থিত হতে হবে।

৫. কিছু কিছু অপরাধীদের ক্ষেত্রে নির্যাতিতার বয়ান কোন মহিলা ম্যাজিস্ট্রেটকে দিয়ে রেকর্ড করা নই বাঞ্ছনীয়, যদি একান্তে কোন মহিলা ম্যাজিস্ট্রেট পাওয়া না যায় তাহলে পুরুষ ম্যাজিস্ট্রেট একজন মহিলার উপস্থিতিতে নির্যাতিতার বয়ান রেকর্ড করতে পারবেন।

৬. পুলিশ আধিকারিক ১৯৪ ধারায় আওতায় কাজ করার সময় তদন্তের জন্য তদন্তের বিষয় জানেন এমন দুই বা ততোধিক ব্যক্তিকে লিখিত নির্দেশ নামার ভিত্তিতে থানায় ডেকেতে পাঠাতে পারেন সেই ব্যক্তিরা তার সব প্রশ্নের উত্তর দিতে বাধ্য। অপরাধমূলক কার্যকলাপ বা শাস্তি বা সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার হুমকি ক্ষেত্রে এই প্রশ্নের উত্তর না দেওয়া স্বাধীনতা ব্যক্তির রয়েছে।

৭. অপরাধী যদি আদালতের বিচারকার্যে অনুপস্থিত থাকে এবং তাকে অবিলম্বে গ্রেফতার করা সম্ভব না হয় তখন আদালত এমনভাবে বিচার প্রক্রিয়া চলবে যেন উপস্থিত রয়েছে।

৮. এখন গর্ভবতী মহিলাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হলে হাইকোর্ট যাবজ্জীবন কারাদণ্ড রূপান্তরিত করবে।

৯. ৩৯৮ নং ধারা অনুসারে প্রতিটি রাজ্য সরকার সাক্ষী সুরক্ষা প্রকল্প তৈরি করবে এবং তা প্রকাশ্যে জানাবে।

১০. রাজ্য সরকার এখন যে কোন পুলিশ অধিকারীককে বিশেষ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে নিযুক্ত করতে পারে

১১. পুলিশ ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তি কোন অভিযুক্তকে ধরলে তাকে ৬ ঘন্টার মধ্যে কোন পুলিশ আধিকারিকের হাতে তুলে দিতে হবে বা থানায় নিয়ে যেতে হবে ।

১২. আইনের লিঙ্গ নিরপেক্ষতা জন্য কোন সাবালোক পুরুষ সদস্য বা কোন সাবালক মহিলা সদস্যের পরিবর্তে কোন সাবালক সদস্য শব্দটি গ্রহণ করা হয়েছে।

১৩ নতুন আইনে নির্ভরশীল বাবা-মা ভরণপোষণের জন্য বাবা মা যেখানে রয়েছেন সেই স্থানে বিচারপতিদের ক্ষেত্রে হিসাবে গণ্য করা হবে।

১৪. ১৭৩ ধারা অনুযায়ী জিরো এফ আই আর নথিভূক্তকরণের সংস্থা রয়েছে আর আওতার বাইরে অপরাধের ক্ষেত্রে। নথিভুক্তকরণের আগে যে ব্যক্তিকে এই খবর দিয়েছেন তার স্বাক্ষর তিন দিনের মধ্যে নিতে হবে।

১৫. দোষী সভ্যস্ত ব্যক্তির সম্মতি ছাড়াই সরকার হাজার মেয়াদ কমাতে পারে।

১৬. মহিলা ও শিশুরা কোন নির্যাতনের শিকার হলে নতুন আইনে সব হাসপাতালে তাদের বিনামূল্যে চিকিৎসা সংস্থা রয়েছে।

১৭. প্রতিটি ফৌজদারি আদালতের প্রতিটি মামলায় বিচার প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার ৪৫ দিনের মধ্যে প্রকাশ্য আদালতে ভারপ্রাপ্ত আধিকারিককে রায় ঘোষণা করতে হবে।

৩. ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম:- নতুন আইনে সাক্ষী, অভিযুক্ত বিশেষজ্ঞ এবং ক্ষতিগ্রস্তদের ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে হাজিরার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। পুলিশের তল্লাশি অভিযান এবং বাজেয়াপ্ত করার প্রক্রিয়া অডিও ভিজুয়াল রেকর্ড করা যাবে। ভাইয়ার থেকে মামলা ডায়েরি থেকে চার্জশিট এবং রায়দান সবকিছুই ডিজিটাইজ করার ব্যবস্থা করার কথা বলা হয়েছে। মৌখিক তথ্য প্রামাণ্য হিসাবে, ইলেকট্রনিক ক্ষমতা তথ্য ও তার গোপনীয়তা বজায় রাখা, ফরেনসিক সাইন্স বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ ও দৃশ্যায়নকে যুক্ত করা হয়েছে। ধর্ষণ বা যৌন মিলনের অভিযোগ ক্ষেত্রে আদালতের সামনে নারী তাঁর অসম্মতি কথা প্রমাণ করতে পারেন। ইলেকট্রনিক বা ডিজিটাল রেকর্ড রয়েছে এর ভিত্তিতে আদালত কোন ইলেকট্রনিক বা ডিজিটালরেকর্ড প্রমাণ কে বাতিল করতে পারে না।

পর্যালোচনা:-

১. নাগরিক অধিকার কতটা সুরক্ষিত:- নতুন আইনে ডিজিটাল বিচার প্রক্রিয়া অভিযোগ গ্রহণ বা অভিযোগের তথ্য প্রমাণে ডিজিটাল উপকরণ ব্যবহার, যে অপরাধী বিচার পাওয়ার আগে এক-তৃতীয়াংশ সময় জেলেই কাটিয়েছেন তার সাজা কমানো প্রভৃতি নাগরিক অধিকারের সুরক্ষার ক্ষেত্রে খুবই উপযোগী। অল ইন্ডিয়া লইয়ার্স ইউনিয়ন (AILU) অভিযোগ করেছে যে বিলগুলি খসড়া ছাড়াই সংসদে পেশ করা হয়েছিল। প্রয়োজনীয় প্রাক-আইন প্রণয়ন পরামর্শ প্রক্রিয়া মেনে চলা বা সম্পূর্ণ না করে এবং স্টেকহোল্ডার এবং সাধারণ জনগণকে অবহিত বা বিতর্কের সুযোগ না দিয়ে বিলগুলি সংসদে উত্থাপন করা হয়েছিল। নতুন ফৌজদারী আইনে কেন্দ্রীয় সরকার দাবি করে নারীদের অধিকার স্বীকৃতি পেয়েছে, কিন্তু দেখা যায় বৈবাহিক ধর্ষণ অপরাধের তালিকায় নেই, স্ত্রী আলাদা একাকালীন বিবাহ বিচ্ছেদকারী দম্পতির স্ত্রীর প্রতি জোরপূর্বক বা নির্যাতনমূলক ধর্ষণ দর্শনের অপরাধের সঙ্গে যুক্ত নয় নতুন ফৌজদারি আইনে। আগের আইনে এজন্য অপরাধীকে ১৫ দিন একনাগারে পুলিশি হেফাজতে রাখা যেত। কিন্তু নতুন আইনে ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমতিতে ৬০ থেকে ৯০ দিন পর্যন্ত এই ১৫ দিনের জেলে হেফাজত রাখতে পারে, অপরাধ চিহ্নিত ব্যক্তি নাগরিক অধিকার সুরক্ষা ও বারবার পুলিশি হেফাজতে যাওয়ার শঙ্কা তার অধিকারকে ক্ষুন্ন করে।

২. ঔপনিবেশিকতা থেকে কতটা মুক্ত? কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে যেভাবে ঔপনিবেশিক বিভক্ত নতুন পরিচারই আইনের কথা প্রকাশ করা হয় তাতে প্রাথমিকভাবে বেশ উদ্যোগ মূলক মনে হয় কিন্তু বিস্তারিত বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় ঔপনিবেশিক উত্তরাধিকার ঝেড়ে ফেলার সরকারি দাবি এটা সম্পূর্ণ অংশ সত্য নয়। আগের আইনগুলির প্রায় 80% ধরে রাখা হয়েছে। শুধুমাত্র কতগুলি শব্দ, ধারা, পরিবর্তন ও সংশোধন করা হয়েছে। সমালোচকরা যুক্তি দেন যে এই পরিবর্তনগুলি মূলত প্রসাধনী এবং মৌলিকভাবে আইনের ঔপনিবেশিক কাঠামোকে পরিবর্তন করে না। তাই Rebecca John বলেছেন- "The new criminal laws are like old wine in new bottles"

৩. পুলিশী ক্ষমতা কি বৃদ্ধি হয়েছে? : বর্তমান দিনে খুন যখন মাডার ধর্ষণ নির্যাতন তরে পুলিশি নিষ্ক্রিয়তা অপরাধ ঢাকার প্রভাবশালী ও রাজনৈতিক প্ররোচনা নাগরিক অধিকারের সুরক্ষার ক্ষেত্রে খুবই আশঙ্কা তৈরি করেছে। নতুন আইনে অপরাধ পর্যালোচনার এর ক্ষেত্রে পুলিশের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পক্ষে ও নাগরিক সুরক্ষার ক্ষেত্রে খুবই আশঙ্কাজনক ব্যবস্থাপনা। তথ্য প্রমান লোপাট পুলিশি নিষ্ক্রিয়তা ও প্রভাবশালীদের দ্বারা প্ররোচনা পুলিশের এই স্বেচ্ছাধীন অপরাধ পর্যালোচনার ক্ষমতা সঠিক বিচার কে বিপদে পরিচালনা করার আশঙ্কা থেকে যায়। পুলিশের কাছ থেকে নাগরিক সুরক্ষা পাওয়ার পরিবর্তে পরোক্ষে নাগরিকদের অধিকার ভঙ্গের শঙ্কা থেকেই যায়।

পরিশেষে বলা যায় ভারতবর্ষের প্রতিটি নাগরিকই চায় যে তার স্বাধীনতা বজায় রেখে নাগরিকরা সুরক্ষিত ভাবে জীবন যাপন করতে পারে। পাশাপাশি ন্যায়বিচার যেন সঠিক পায়। নতুন ফৌজদারি আইন কতটা উপনিবেশিকতা মুক্ত তার পরিবর্তে ভারতীয়দের নিজস্বতা ও স্বাধীন চিন্তা ও নাগরিক সুরক্ষা এবং ন্যায় বিচার কতটুকু প্রতিষ্ঠিত প্রতিটি ভারতবাসী আশা করে ও সরকারের ইতিবাচক পদক্ষেপের আশায় থাকে। আইন গুলি সঠিক ব্যক্তির হাতে রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব যদি অর্পিত হয় তাহলে ন্যায় বিচার সঠিক পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু আইনের রক্ষকরা যদি আইন গুলিকে সঠিকভাবে সংরক্ষণ ও বাস্তবায়িত না করে তাহলে নাগরিক অধিকার চিরকালই অসুরক্ষিত থাকবে।

বাংলাদেশের সাম্প্রতিক সমস্যা ও পট পরিবর্তন

রুবিনা খাতুন, ষষ্ঠ সেমিস্টার উত্তীর্ণ, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, করিমপুর পান্নাদেবী কলেজ

ভূমিকা: বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার একটি জনবহুল রাষ্ট্র। বাংলাদেশের সাংবিধানিক নাম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ। ভৌগোলিকভাবে বাংলাদেশের পশ্চিমে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, উত্তরে পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও মেঘালয়,পূর্ব সীমান্তে আসাম, ত্রিপুরা ও মিজোরাম, দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্তে মিয়ানমারের চীন ও রাখাইন রাজ্য এবং দক্ষিণ উপকূলে বঙ্গোপসাগর অবস্থিত। ভৌগোলিকভাবে পৃথিবীর বৃহত্তম ব-দ্বীপের সিংহভাগ অঞ্চল জুড়ে বাংলাদেশ ভূখণ্ড অবস্থিত। জনসংখ্যার বিচারে প্রায় 17 কোটিরও অধিক জনসংখ্যা নিয়ে বাংলাদেশ বিশ্বের ৮ তম বৃহত্তম দেশ। এই বাংলাদেশ ১৯৭১ সালে স্বাধীন হয়। ২৬ শে মার্চ ১৯৭১ সালে, শেখ মুজিবুর রহমান

বাংলাদেশকে একটি স্বাধীন জাতি হিসেবে ঘোষণা করেছিলেন। যা তাদের স্বাধীনতা দিবস হিসেবে পালিত হয়। মুক্তিবাহিনী ছিল পূর্ব পাকিস্তানে শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক গঠিত একটি বাঙালি সামরিক বাহিনী।

গণতন্ত্র ও শেখ হাসিনাঃ-

বাংলাদেশের ষোড়শ (১৬ তম) প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ক্ষমতাসীন ছিলেন শেখ হাসিনা। তিনি একাধারে বাংলাদেশের দ্বাদশ জাতীয় সংসদের সরকারি দলীয় প্রধান এবং বাংলাদেশের আওয়ামী লীগের সভানেত্রী ছিলেন। তিনি এই গোটা বাংলাদেশকে ভালোভাবেই শাসন করতে থাকেন। ২০১৮ সালের ৩০ শে ডিসেম্বর

অনুষ্ঠিত নির্বাচনেও আওয়ামী লীগ বিজয়ী হয় এবং শেখ হাসিনা চতুর্থবারের মতো প্রধানমন্ত্রী হন। চলতি বছরের (২০২৪) ৭ ই জানুয়ারি অনুষ্ঠিত নির্বাচনে বিপুল ভোটে জয়লাভ করে আওয়ামীলীগ পঞ্চম বারের মতো প্রধানমন্ত্রী হন শেখ হাসিনা। দীর্ঘ বিশ বছর ক্ষমতায় থেকে শেখ হাসিনা দেশকে অনুন্নত থেকে উন্নয়নশীল দেশে পরিণত করতে সক্ষম হন। উন্নত বিশ্ব বাংলাদেশকে উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে চিহ্নিত করে। শুধু পদ্মা বহুমুখী সেতুই নয়, কর্ণফুলি ট্রানেল, মেট্রোরেল, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে সম্পন্ন করে দেশে যোগাযোগ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করেন। কোভিড অতিমারির ধকল সামলে দেশকে অনেকটাই স্বাবলম্বী করতে সক্ষম হয়েছিলেন তিনি। এত এত উন্নয়নের পরও শেখ হাসিনার জনপ্রিয়তায় ধ্বস নামলো। এবং শুরু হলো ১৪ ই জুলাই ২০২৪ সালের শিক্ষার্থীদের কোটা সংস্কার আন্দোলন।

অসন্তোষ ও আন্দোলনের উদ্ভব :-

বাংলাদেশে সব থেকে বেশি দিন ক্ষমতায় থাকা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। চলতি বছর জানুয়ারি মাসের চতুর্থবারের জন্য ক্ষমতায় এসেছেন। নতুন সরকারের মধুচন্দ্রিমা কাটতে না কাটতেই শুরু হয়ে গেল ১৪ই জুলাই ২০২৪ সালের এই কোটা সংস্কার আন্দোলন। পড়শী দেশের সরকারি চাকরির ৫৬ শতাংশই সংরক্ষিত। তার মধ্য ৩০ শতাংশ চাকরির সংরক্ষণ রয়েছে একাত্তরের মুক্তিযোদ্ধাদের পরিবারের জন্য। ২০১৮ সালের ছাত্রদের সংরক্ষণ বিরোধী আন্দোলনের ফলে এই সংরক্ষণ তুলে নিতে বাধ্য হয়েছিল আওয়ামী লীগ সরকার। তবে চলতি মাসে এক মুক্তিযোদ্ধার পরিবারের দায়ে পড়া মামলায় হাইকোর্ট হাসিনা সরকারের সিদ্ধান্তকে 'বেআইনি ' বলে ঘোষণা করে সংরক্ষণ পুনর্বহালের কথা জানায়। যার বিরোধিতা করে পথে নামে ছাত্ররা। আন্দোলনের সূত্রপাত করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা। ১৪ই জুলাই সাংবাদিক বৈঠক করে আন্দোলনকারী পড়ুয়াদের 'রাজাকার' বলে মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি বলেন,"যদি স্বাধীনতা

সংগ্রামীদের পরিবার সংরক্ষণ না পায় তাহলে কারা সংরক্ষণ পাবে, রাজাকারেরা"। এরপরই পরিস্থিতি আরো উত্তল হয়। সংরক্ষণ বিরোধী আন্দোলনে সামিল হয় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, সাবারের জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়। এবং ১৬ই জুলাই শিক্ষার্থীদের আন্দোলন প্রায় সব বিশ্ববিদ্যালয় ছড়িয়ে পড়ে। আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের উপর চড়াও হয় পুলিশ ও ছাত্রলীগ। এদিন রংপুর বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী আবু সাঈদ সহ ৬ জন শিক্ষার্থী নিহত হন। প্রবল বেগে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে সারাদেশে ১৭ জুলাই সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা করেন একই সঙ্গে ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ করে দেয়া হয়। দেশের ৬৪ জেলার মধ্যে ৪৭ টি জেলায় অগ্নিগর্ভ। সংরক্ষণ বিরোধী আন্দোলন ঠেকাতে দেশে সম্পূর্ণ শাটডাউন এর সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে সরকার। গোটা দেশে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ সরকারি এবং বেসরকারি সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ক্যাম্পাসে ঢোকা নিষিদ্ধ এমনকি সরকারী অনুমোদন প্রাপ্ত মেডিকেল টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের পঠন পাঠনও সম্পূর্ণভাবে বন্ধ।

আন্দোলনে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ :-

এই আন্দোলনে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভের মূল কারণ হলো শিক্ষার্থীরা যোগ্যতা ও মোধার ভিত্তিতে সরকারি চাকরি দেওয়ার কথা বলেছিল কিন্তু এর জবাবে শেখ হাসিনা আন্দোলনকারীদের অর্থাৎ শিক্ষার্থীদের রাজাকারের সঙ্গে তুলনা করেছেন। এই মন্তব্যের পর শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ শুরু হয় সারা দেশজুড়ে। শুরু হয় আন্দোলন, এই আন্দোলনে রংপুর বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী আবু সাঈদ সহ ৬ জন শিক্ষার্থী নিহত হন। প্রবলবেগে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে ১৮ জুলাই সারাদেশে কমপ্লিট শাটডাউন কর্মসূচি পালন করে। শিক্ষার্থীদের সঙ্গে পুলিশ ও প্রতিপক্ষের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে ১৯ জন নিহত হন। এদিন একদল দুষ্কৃতী বিটিভি ভবন, সেতু ভবন সহ বিভিন্ন স্থাপনায় আগুন ধরিয়ে দেয়। মেট্রো রেলে হামলা চালিয়ে ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে। ১৯ জুলাইও একই কর্মসূচি ছিল। এদিন সহিংসতাই প্রাণ হারায় ৪৬ জন। নরসিংদী কারাগারে হামলা চালিয়ে ৮ শতাধিক আসামিকে মুক্ত করা হয়। ওই দিন কারাগার থেকে অস্ত্র লুট করা হয়। এদিনও বিভিন্ন স্থাপনায় আগুন দেওয়া হয়। এরপর সরকার সারা দেশে কারফিউ জারি করে। কুড়ি জুলাই কারফিউ ভঙ্গ করে রাস্তায় নামে ছাত্র জনতা। রাজপথে ছাত্ররা স্লোগান তোলে 'আমরা কারা? রাজাকার। রাজাকার'। সারাদেশে আন্দোলনের আগুন ছড়িয়ে পড়তেই তার শক্ত হাতে দমন করতে উওত হন প্রধানমন্ত্রী। রাস্তায় রাস্তায় নামে ট্যাংক, সেনা, চলে গুলি পরিস্থিতি হাতের বাইরে যাচ্ছে দেখে শেখ হাসিনা আন্দোলনকারীদের সঙ্গে আলোচনার প্রস্তাব দেন তবে আন্দোলনকারীরা নাছোড় বান্দা। পাল্টা ধনি তুলে তারা বলে বন্দুকের নলের সঙ্গে ঝাঁঝরা বুকের কোন সংলাপ হয় না আন্দোলনকারীদের এক দফায় সংরক্ষণ মানছি না মানবো না। আন্দোলনকারীদের রাজাকার বলে মন্তব্য করেন হাসিনা সরকার। এই মন্তব্যের পর শাহবাগ আন্দোলনে বাংলাদেশের স্লোগান তুলছে 'তুই কে? আমি কে? রাজাকার। রাজাকার'। সরকারি চাকরিতে কোথায় কত সংরক্ষণ? স্বাধীনতা সংগ্রামীদের পরিবারের জন্য ৩০ শতাংশ, মহিলাদের জন্য ১০ শতাংশ, অনগ্রসর জেলার জন্য ১০ শতাংশ, উপজাতি সম্প্রদায়ের জন্য ৫ শতাংশ। বিশেষভাবে সক্ষমদের জন্য ১ শতাংশ সব মিলিয়ে সংরক্ষিত আসন ৫৬ শতাংশ। সরকারি চাকরি নিয়ে কি বলছে বাংলাদেশের সংবিধান। এই নিয়ে চলতে থাকে গোটা বাংলাদেশে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ।

আন্দোলনের পরিণতি ও পতন :-

এই বিদ্যমান পরিস্থিতি বিবেচনা করে উচ্চ আদালত কোটার বিষয়ে রায় দেবেন বলে বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়। ২১ জুলাই সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ এক ঐতিহাসিক রায় ঘোষণা করে। রায়ে বলা হয় সরকারি চাকরিতে মেধার ভিত্তিতে ৯৩ শতাংশ নিয়োগ দেওয়া হবে। বাকি ৭ শতাংশের মধ্যে ৫ শতাংশ মুক্তিযোদ্ধাদার সন্তানদের, ১ শতাংশ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী এবং ১ শতাংশ প্রতিবন্ধী। এরপর পরিস্থিতি কিছুটা শান্ত হয়। ৩ই আগস্ট আন্দোলন ব্যাপকভাবে সারাদেশে ছড়িয়ে পড়ে। আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি দেখে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সমন্বয়কদের সঙ্গে আলোচনার প্রস্তাব দেন। কিন্তু সমন্বয়করা প্রধানমন্ত্রীর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। তারা বলেন, শহীদদের রক্তের ওপর দিয়ে আমরা আলোচনায় যেতে পারি না। ৪ই আগস্ট অসহযোগ কর্মসূচি পালন করে শিক্ষার্থীরা। এই কর্মসূচিতে সারা দেশে ব্যাপক জনসমর্থন লাভ করে। দেশের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে পড়ে আন্দোলন। ঢাকা সহ বিভিন্ন স্থানে সংঘর্ষে প্রথম দিনই ৯৭ জন নিহত হন। সিরাজগঞ্জে ১৩ পুলিশ এবং নরসিংদীতে ৬ জনকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়। এতে পরিস্থিতি আরো বেসামাল হয়ে পড়ে। ৫ই আগস্ট ছাত্র জনতার তুমুল আন্দোলনের মুখে বিদায় নেন শেখ হাসিনা। এই শেখ হাসিনার পদত্যাগের মধ্য দিয়েই এই আন্দোলনের পতন ঘটে।

শেখ হাসিনা পদত্যাগ করে, তার ১৫ বছরের শাসনের অবসান ঘটিয়ে দেশ ছেড়ে ভারতবর্ষে আশ্রয় নিয়েছেন। বর্তমানে প্রধানমন্ত্রী পদটি শূন্য থাকায় অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান হিসেবে নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজয়ী মোহাম্মদ ইউনুস দায়িত্ব পালন করছে।

ব্রিটেনে পরিবর্তনের হাওয়া: ২০২৪ -এর নির্বাচনের একটি বিশ্লেষণ

আল আমিন শেখ, প্রাক্তন ছাত্র, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ

গত চোদ্দো বছর ধরে বিলেতে কনজ়ারভেটিভ সরকার ছিল। ২০১০ সালের নির্বাচনে লিবারাল ডেমোক্র্যাট-দের হাত ধরে ডেভিড ক্যামেরন প্রধানমন্ত্রী হন; ২০১৫, ২০১৭, ২০১৯-এ পর পর তিন বার কনজ়ারভেটিভ নেতারাই সাধারণ নির্বাচনে জেতেন। ২০১৫-তে ক্যামেরনের পরে নির্বাচনে একক জয়ের মুখ দেখেন যথাক্রমে টেরিজ়া মে এবং বরিস জনসন। ২০২২ সালের সেপ্টেম্বরে বরিসের পদত্যাগের পরে মাত্র সাত সপ্তাহের জন্য লিজ় ট্রাস দলনেত্রী ও প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। তার পর এলেন ঋষি সুনক।

এই নির্বাচনে কনজ়ারভেটিভরা গো-হারান হারলেন শুধু নয়, পার্লামেন্টে সাড়ে ছ'শো-র মধ্যে আগের বারের চেয়ে আড়াইশো সিট খুইয়ে কনজ়ারভেটিভদের দখলে এখন মাত্র ১২২টি আসন। কেন এমনটা হল, তার উত্তর পেতে খুব দূরে যেতে হবে না। চোদ্দো বছরের সরকারের কার্যকলাপে সব্বাই বিরক্ত, বীতশ্রদ্ধ, এমনকি ক্রুদ্ধ। তাই 'অ্যান্টি-ইনকামবেন্ট' ভোট এ বার গগনচুম্বী।

কিন্তু কেন এই পরাজয় কনজারভেটিভদের?

মাস দেড়েক আগে সুনক নির্বাচনের দিন ঘোষণা করাতেই সকলে আশ্চর্য হয়েছিলেন। ভোট না ডাকলেও চলত, ২৮ জানুয়ারি অবধি সুনকের হাতে সময় ছিল। তবু ফাটকা খেলেছিলেন, বিলেতের অর্থনীতির উন্নতির

কিছু সূচক দেখেই। কাজে লাগল না। নির্বাচনের প্রচারকালেও প্রতি পদে সরকারের বিরুদ্ধে রোষ বাড়ল বই কমল না। তবে বিগত কনজ়ারভেটিভ প্রধানমন্ত্রীদের ব্যর্থতার কথা এই প্রসঙ্গে আসবে। টেরিজ়া মে, বরিস জনসন তো বটেই, বিশেষ করে লিজ় ট্রাস বিলেতের অর্থনীতির দৈন্যদশা গভীর করেছেন। ভোটাররা এমন ভাবে পরিবর্তন চেয়েছিলেন যেন, অন্য যে কোনও দলই কনজ়ারভেটিভদের থেকে ভাল।

তাই মনে হয়, সুনকের জায়গায় কনজ়ারভেটিভ দলের অন্য কোনও নেতা থাকলেও এই নির্বাচনে হারতেন। তবু মনে প্রশ্ন জাগে, সুনক কি তাঁর প্রাপ্য কৃতিত্বটুকু পেলেন না? যদি তা-ই হয়, তা হলে পরের প্রশ্ন, সেটা কি তাঁর ভারতীয় বংশধারার জন্যই? মেনে নিতেই হবে বিলেতের অর্থনীতির দুর্দশার পিছনে তাঁর ব্যক্তিগত দায় কম। আক্ষরিক অর্থেই যাকে বলে বাইরের শক, সেগুলোই অর্থনীতিকে ধরাশায়ী করেছে। ব্রেক্সিট, কোভিড, ইউক্রেন: পর পর এই তিনটে শব্দকে সাজালে ছবিটা পরিষ্কার হয়ে যায়। বিলেতের নাগরিকদের তাই সুনক বোঝাতে চেয়েছিলেন এ-হেন পরিস্থিতিতে তাঁর হাতই শক্ত, লেবার-দলনেতা স্যর কিয়ের স্টার্মারের নয়।

তবে এও ঠিক, সুনকের পরাজয়ের তিন নম্বর কারণটা মুখ ফুটে কেউ বলতে চাইছেন না। আগের চার জন নেতার দায় বা চোদ্দো বছর ধরে জমে থাকা ক্ষোভের সঙ্গে যেটা মিলেছে, সেটা বিদ্বেষ। এই নির্বাচন দক্ষিণপন্থার জয়। শুধু বিলেতে নয়, ইউরোপের সর্বত্রই সম্প্রতি দেখা দিয়েছে এই বিদ্বেষ। গত মাসে ইউরোপিয়ান পার্লামেন্টের নির্বাচনেও দক্ষিণপন্থীদের বড় প্রভাব দেখা গেল।

বিলেতে নির্বাচনের ঠিক আগে ‘রিফর্ম ইউকে’ নামের একটা নতুন দল গড়েন নাইজেল ফ্যারাজ (ছবি)। নাইজেল ফ্যারাজকে যাঁরা জানেন, চেনেন, তাঁরাই বলবেন এই দল চরম দক্ষিণপন্থাই অবলম্বন করবে; হলও তা-ই। নাইজেল নিজেই এক বিতর্কিত প্রসঙ্গে সুনক সম্বন্ধে বলে বসলেন “ও আমাদের ইতিহাস জানে না, বোঝে না”। ওরা বনাম আমরা ভেদটা স্বচ্ছ ভাবে বেরিয়ে এল। বিলেতের সাধারণ জনগণ অন্তত মুখের

ভাষায়, জাতিবিদ্বেষী নন। কিন্তু বাস্তবেও তা-ই কি? এই নির্বাচন চোখে আঙুল দিয়ে দেখাল এই ধারণা কতটাই ভঙ্গুর। নাইজেলের দলের এক সমর্থক সুনককে পরিষ্কার জাতি তুলে গাল দিয়েছেন। তাঁর বর্ণবিদ্বেষী মন্তব্য শুনে অবশ্য সুনক বলেছেন, মাত্র কয়েক জনের জাতিবিদ্বেষ-প্রসূত মনোভাব। প্রশ্ন হল, সত্যিই কি এঁরা ‘স্মল মাইনরিটি’?

সুনক প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন সংসদীয় নেতা হিসেবে, শুধুমাত্র দলের সদস্যদের ভোটে। সেখানেও তিনি ছিলেন নেতা নম্বর টু, লিজ় ট্রাসের পিছনে। আজকে যদি আমেরিকার স্টাইলে বিলেতে নির্বাচন হয়, অথবা ব্রেক্সিট-এর মতো গণভোট, তা হলে কি সুনক নেতা হতে পারতেন? এই নির্বাচন তারই উত্তর চোখে আঙুল দিয়ে দেখাল। প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী হিসেবে সুনকের ‘সিভি ভালই; কুড়ি মাসে প্রধানমন্ত্রী হিসেবেও অনেক কিছুই করেছেন, তবু বিলেতের নাগরিকরা তাঁর কর্মপদ্ধতিতে আস্থা বা বিশ্বাস কোনওটাই দেখাল না।

রিফর্ম ইউ. কে.

বলা যেতেই পারে, সুনককে ধরাশায়ী করলেন ফ্যারাজই। ২০১৯-এর নির্বাচনের তুলনায় লেবার ২১২টা বেশি আসন পেলেও মোট ভোটের হিসাবে লেবার কিন্তু মাত্র ১.৬ শতাংশ বেশি ভোট পেয়েছে। তা হলে কনজ়ারভেটিভদের ভোটগুলো পেল কারা? ‘রিফর্ম ইউকে’, আবার কারা! সংসদে মাত্র চারটে আসনে জিতলেও, দেশের মোট ভোটের ১৪.৩ শতাংশ তারা পেয়েছে। শতকরা বিচারে তারাই তৃতীয় স্থানে।

ফ্যারাজ বলছেন, এই শুরু, অনেক পথ যাবেন তাঁরা। সেটা সত্যি হোক না হোক, রিফর্ম ইউকে-র সমর্থনে ভোটের সংখ্যা দেখে মনে হয় না এই দেশে আগামী কয়েক দশকে আর কোনও ভারতীয় বংশোদ্ভূত ১০ নম্বর ডাউনিং স্ট্রিটে থাকতে পারবেন।

▣▣▣▣▣

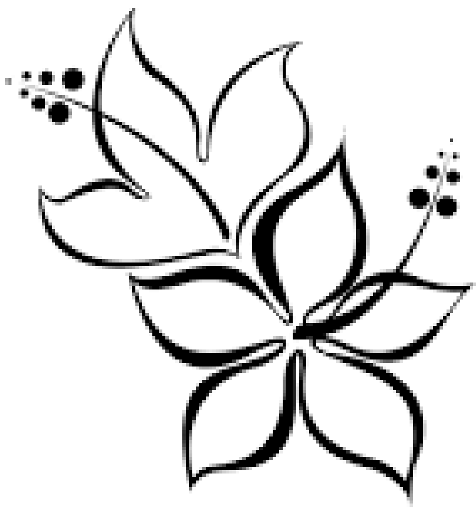

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

জয়ী হল- যুক্তরাষ্ট্র, ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতন্ত্র

অসম রেজা, স্নাতকোত্তর উত্তীর্ণ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, বিভাগের প্রাক্তন শিক্ষার্থী।

এবারের নির্বাচনের বিশেষত্বঃ-

এই নির্বাচনটি আগের সমস্ত নির্বাচনের চেয়ে ভিন্ন ছিল, শুধুমাত্র 1977 সালের মার্চের জরুরি নির্বাচনের পরে নির্বাচন ব্যতীত, যেটি বিশ্লেষক, ভাষ্যকার এবং ইতিহাসবিদেরা অনেক দিন ধরে আলোচনা করেছিল।

1977 সালের জরুরি অবস্থা নির্বাচনের উপর বিশাল প্রভাব ফেলে এবং কেউ জানত না ফলাফল কী হতে পারে। সুতরাং, ইন্দিরা গান্ধীর দলের ধ্বংসাত্মক পরাজয় স্বতঃস্ফূর্ত উচ্ছ্বাসের কারণ হয়েছিল। 2024 সালের নির্বাচনের জন্য, সাম্প্রদায়িক ঘৃণার বিস্তার, ভীতি প্রদর্শন এবং দশকেরও বেশি সময় ধরে শাসন দ্বারা সৃষ্ট ব্যাপক রাষ্ট্রীয় নজরদারি ছিল প্রেক্ষাপট। যখন শেষ ইভিএমটি সিল করা হল, তখন টিভিতে এক্সিট পোলগুলি একটি স্বৈরাচারী সরকারের প্রত্যাবর্তনের প্রচার ছড়িয়ে দিতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু 4ঠা জুন এর সকাল এগিয়ে আসার সাথে সাথে এবং নির্বাচনের ফলাফল আসতে শুরু করলে, অনেক ভোটার স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছিল, যা 1977 সালের ফলাফলের কথা মনে করিয়ে দেয়। বিজেপির অত্যন্ত রাজনৈতিককৃত রাম মন্দির বা সাম্প্রদায়িক বক্তব্য প্রত্যাশিত প্রভাব ফেলতে পারেনি। স্পষ্টতই, ভারতীয় ভোটাররা ঘৃণা ও ভয়ের রাজনীতির বিরুদ্ধে তাদের নিজস্ব বিচার প্রদর্শন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। যদিও কোনো একক দল নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারেনি এবং একটি ঝুলন্ত সংসদ স্পষ্ট ছিল, তবুও অনেক নাগরিক ফলাফল দেখে আনন্দিত হয়েছিল। তারা অনুভব করেছিল যে ভারতের গণতন্ত্রের জয় হয়েছে।

আশার চারটি স্তর :

ভারতীয় ভোটারদের 4ঠা জুন সন্ধ্যায় যে স্বস্তির অনুভূতি ছিল, এটি তেমন একটি সাফল্যের অনুভূতি ছিল না যতটা ছিল আশা, একটি আশ্বাসের অনুভূতি যে এখনও আশা রয়েছে, মানুষের জন্য এবং ভারতের গণতন্ত্রের জন্য। ভারতে ফিরে আসা এই আশার চারটি প্রধান স্তর ছিল:

প্রথমত,

ঘৃণা ও বিদ্বেষ বিরোধিতার জয়: এটি ছিল সেই পরিবারগুলোর জন্য আশা, যাদের সদস্যরা ঘৃণা এবং অযৌক্তিকতার পরিবেশে তাদের জীবন হারিয়েছিল। চিন্তাবিদ, মিডিয়াপারসন, প্রতিবাদকারী, নির্দোষ নাগরিক

এবং দুর্ভাগা দলিত ও সংখ্যালঘু নাগরিক যারা পেশিশক্তি বা গুলিতে নীরব করা হয়েছিল, সেই তালিকাটি দীর্ঘ হতে পারে। এই নির্দোষ শহিদদের পরিবারগুলি এবং যারা দলবদ্ধ খুন, বহিষ্কার, জেল শাস্তি, সামাজিক হয়রানি এবং মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করেছে, এবং যারা তাদের পক্ষে লড়াই করেছে, তাদের সহানুভূতি প্রকাশ করেছে, তারা সকলেই ৪ঠা জুন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছিল। তেমনই লক্ষ লক্ষ কৃষক, রাজনৈতিক কর্মী, যারা বিভিন্ন আন্দোলনে অংশ নিয়েছিল, এবং যারা তাদের ক্যাম্পাসে দমনপীড়নের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল, তারা সবাই বলেছিল: "well, at long last". এটি ছিল একটি তুলনামূলকভাবে অপ্রতিরোধী রাষ্ট্রের জন্য আশা।

দ্বিতীয়ত,

সংখ্যালঘুর সাংবিধানিক অধিকারের স্বীকৃতি: ভারতে সংখ্যালঘুরা এক্সিট পোলের সময় ভয়ের মধ্যে ছিল, যখন কল্পিত সংখ্যাগুলো বেরিয়েছিল, তবে প্রকৃত ফলাফল আসার পর তারা স্বস্তি অনুভব করেছিল। তারা জানত যে সংবিধান শেষ হয়ে যায়নি, এটি তাদের রক্ষা করবে এবং তাদের শান্তিপূর্ণভাবে তাদের দেশে বাস করতে দেবে। তারা এই আশার ঝলক দেখেছিল যে তাদের প্রতিটি পদক্ষেপে তাদের দেশপ্রেম প্রদর্শনের প্রয়োজন নেই।

তৃতীয়ত,

যথার্থ যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর প্রতিষ্ঠা: গত ১০ বছরে রাজ্যগুলো অনুভব করেছিল যে তারা কম গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়েছে, যখন কেন্দ্র একটি প্রভাবশালী ভূমিকা নিয়েছিল। সংবিধানে ভারতকে "রাষ্ট্রসমূহের ইউনিয়ন" হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে, তবে অন্যান্য দলের সরকারের সাথে রাজ্যগুলো বৈষম্যমূলক আচরণের শিকার হয়েছিল, আর বিজেপি সরকারের রাজ্যগুলোকে "ডাবল ইঞ্জিন সরকার" হিসাবে মহিমান্বিত করা হয়েছিল। 2024 সালের নির্বাচনী স্বার্থকে পুরোপুরি কেন্দ্রীয় সরকারের স্বার্থে নিমজ্জিত করা যাবে না। নির্বাচনের ফলাফল ভারতের সংবিধানগতভাবে নিশ্চয়তা দেওয়া ফেডারেল কাঠামোতে ফিরে আসতে সাহায্য করেছে। প্রকৃতপক্ষে, নির্বাচনের ফলাফলে উদ্ভূত ঝুলন্ত সংসদ ভারতীয় ফেডারেলিজমের সবচেয়ে শক্তিশালী সমর্থন।

চতুর্থত,

যুক্তি, বিজ্ঞান এবং আধুনিকতার জয়: নির্বাচনের ফলাফল যুক্তি এবং বিজ্ঞানের জন্য শ্বাস নেওয়ার একটি নতুন সুযোগ ফিরিয়ে এনেছে। গত ১০ বছর ধরে বৈজ্ঞানিক মেজাজ অবহেলিত ছিল। কুসংস্কার এবং প্রাচীন ভারতে বৈজ্ঞানিক কৃতিত্বের ভিত্তিহীন দাবি নিয়মিত সরকারি আলোচনার অংশ হয়ে উঠেছিল। সিনিয়র কর্মকর্তারা এবং শীর্ষ বিজ্ঞানীরাদেরও এই লাইনটি অনুসরণ করতে হয়েছিল। স্কুল পাঠ্যপুস্তক থেকে ডারউইনকে বাদ দেওয়ার পাশাপাশি একটি সৃষ্টিকর্তার দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সম্পর্কিত ভুয়া দাবি প্রচার করা হয়েছিল, যা এই শাসনকে অনন্য করে তুলেছিল। নির্বাচনের ফলাফল ইঙ্গিত দেয় যে এই ধরনের অলৌকিক দাবি- যেমন একজন অ-জৈবিক সত্তা হিসাবে পৃথিবীতে আগমন - ভোটারদের কাছ থেকে কোনও সাড়া পায়নি। এটি আবারও একটি আশা ফিরিয়ে এনেছে যে হারিয়ে যাওয়া বৈজ্ঞানিক মেজাজের স্থান আগামী বছরগুলোতে ফিরে পাওয়া যেতে পারে।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ও জোট সরকারের ভবিষ্যৎ

৪ঠা জুন ভোটারদের যে স্বস্তির নিশ্বাস ছিল, তার সবগুলো দিক এতে ছিল। মানুষ অনুভব করেছিল যে যুক্তি এবং শালীনতার জীবন ভারতে ফিরে আসতে পারে, সংবিধানের চিঠি এবং চেতনা এখনও ভারতের ভবিষ্যতে স্থান পেতে পারে, এবং শাসকদের অহংকার এবং ঔদ্ধত্য এখনও দেশের ভিত্তি গড়ে তোলা মানুষের সম্মিলিত

ইচ্ছার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে পারে। অবশ্যই, কেউ 2024 সালের ফলাফলকে 1977 সালের ফলাফলের সঙ্গে তুলনা করে নিজেকে বিভ্রান্ত করতে চাইবে না। আগের শাসনের প্রধান চরিত্ররা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে কিন্তু পুরোপুরি প্রতিস্থাপিত হয়নি। এখনও প্রশ্ন থেকে যায় যে নতুনভাবে গঠিত কোয়ালিশন সরকারের নেতৃত্ব কেমন আচরণ করবে। তারা কি তাদের মিত্রদের যথেষ্ট সম্মান দেখাবে এবং এখন বড় হয়ে উঠা বিরোধীদের প্রতিও? তারা কি সংসদের নিয়ম মেনে চলবে? তারা কি বিরোধী কণ্ঠস্বরকে শান্তিতে থাকতে দেবে? তারা কি সমালোচনা সহ্য করবে? এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণভাবে, তারা কি বুঝবে যে অর্থনৈতিক অগ্রগতির প্রয়োজনীয় শর্ত হিসেবে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি অপরিহার্য?

ভোটাররা জানে যে যখন নিজেদের প্রমাণের প্রয়োজন হয়, তারা তা নিরবে কিন্তু নির্ভয়ে করে, 1977 সালের নির্বাচন তা দেখিয়েছে। 2024 সালের নির্বাচন তা আবারও নিশ্চিত করেছে।

Source :- Salam, Indian Voters! By G. N. Devy (Frontline Magazine)

২০২৪ এর অষ্টাদশ লোকসভা নির্বাচন ও কর্তৃত্ববাদের বিরোধিতা

ফারহিন খাতুন, পঞ্চম সেমিস্টার পাঠরত, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, করিমপুর পান্নাদেবী কলেজ

লোকসভার ৫৪৩ জন সদস্যকে নির্বাচনের জন্য সাতটি ধাপে ১৯ এপ্রিল থেকে ১ জুন ২০২৪ পর্যন্ত ভারতের ১৮ তম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু এটা কোনো স্বাভাবিক নির্বাচন ছিল না, এটা ছিল ভারতের গণতান্ত্রিক হৃদয় এবং আত্মার জন্য একটি নির্বাচন। ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল যা বিজেপিকে সংখ্যাগরিষ্ঠতা কমে রেখেছিল, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ক্রমাগত কর্তৃত্ববাদ, তার ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের দুজনের শাসন আবার তাদের বিভাজণমূলক রাজনীতি, ফেডারেল - বিরোধী প্রবণতা, "উন্নয়ন" - এর ধারণা প্রত্যাখ্যান করা যা মানুষকে প্রভাবিত করে। ২০২৪ সালের এই নির্বাচনী ছিল - সংবিধানের পবিত্রতা ও সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক অন্তর্ভুক্তির জন্য ও নাগরিকের জন্য সংবিধানে লিখিত গ্যারেন্টি ও সুরক্ষার জন্য একটি জোরালো ভোট পর্ব।

আবার, ২০০৪ সালে অটল বিহারী বাজপেয়ি সরকারের আশ্চর্য পরাজয়ে মতো হতে পারে বলে আশঙ্কা করেছেন অনেকে। বহুমতে, ১৯৭৭ সালের নির্বাচনের সমান্তরাল টানাটা ভুল হবে না বলে ব্যক্ত করেন এই নির্বাচনকে।

৪০০ পার হয়নি: সংখ্যাগরিষ্ঠতা থেকেও দূরে

গত ১০ বছর প্রায় ১৯৭৫ - ১৯৭৭ এর জরুরি অবস্থার সাথে তুলনা করা হয়। মোদি সরকারের ভয়ের রাজত্ব, রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী, মিডিয়া ও ভিন্নমতামত ব্যবহার করে কেন্দ্রীয় আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ ও সামরিক নজরদারি এর সাথে, এই প্রভৃতি কারণেই এই পর্ব ছিল ১৯৭৭ সালের জরুরি অবস্থার জন্য ভোটারদের দ্বারা ইন্দিরা গান্ধীর শাস্তির মতো ঐতিহাসিক।

২৪০ টি আসন জয়লাভ করে বিজেপি এখনও একক বৃহত্তম দল। এই দল পুরানো কিছু হারানোর সাথে সাথে কিছু নতুন অবস্থায়ও অগ্রসর হয়েছে। এটি ভোট শেয়ারের ৩৬.৫৭ শতাংশ জিতেছে। যা হয়েছে গতবারের ৩৭.৩ শতাংশ থেকে মাত্র ০.৭৩ শতাংশ পয়েন্ট কম। দলটি তার মিত্রদের সাহায্যে সরকার গঠন করবে, জনতা দল (UNITED), তেলেগু দেশম পার্টি (TDP) বা জেডি, শিবসেনা ও NCP, জনসেবা পার্টি, জনতা দল (ধর্মনিরপেক্ষ) , জনশক্তি পার্টি (RAM VILASH) , এছাড়াও অন্যান্য ছোট দল একত্রে এরা লোকসভায় জোটের ২৯৩ টি আসনে রয়েছে। অর্থাৎ , মোদি তৃতীয় মেয়াদী প্রধানমন্ত্রী হতে চলেছেন।

কিন্তু বাস্তবে বিজেপি জিতেছে কিনা তা একটা ভিন্ন প্রশ্ন, বিজেপি নিজস্ব mastric তারা যে লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে এবং 'brand modi ' এর স্বঘোষিত অপরাজয়েতার দ্বারা সবচেয়ে ভালো উত্তর দেওয়া হয়েছে। "Abki baar 400 paar " এবং " Modi ki guarantee" এর মত শ্লোগানের দ্বারা ৫৪৩ সদস্যের লোকসভার ২৭২ এর অর্ধেক চিহ্ন অর্জন করতে বিজেপির ব্যর্থতা জয় এবং পরাজয়ের অর্থকে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করছে।

ফলাফল আসার কয়েক ঘণ্টার মধ্যে মোদি "NDA এর জন্য তৃতীয় মেয়াদ" ঘোষণা করলেন। ভারতের ইতিহাসে এই দ্বিতীয়বার কোনো একজন নেতা টানা তৃতীয় মেয়াদে দায়িত্ব পালন করবেন। প্রথমটি ১৯৬২ সালের জহরলাল নেহেরু ছিলেন। মোদি নেহরুর সমান হয়েছেন দায়িত্ব প্রাপ্তিতে বটেই কিন্তু তাও জোটের অংশীদারদের দয়ায় তার তৃতীয় মেয়াদ, যা ১৯৬২ সালের ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী যে প্রচুর সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছেন তার সাথে তুলনা করা যায় না।

২০০২ সালে গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর থেকে সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পাওয়ার প্রথম অভিজ্ঞতার পর ধাক্কা ঘুরিয়ে মোদি বলেছিলেন "বিরোধী দলগুলো একসাথে এতগুলি আসন জিততে পারেনি যতগুলি বিজেপি নিজে জিতেছে"। কিন্তু দলের সভাপতি J. P. Nadda ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ সত্যি জানিয়েছিলেন যে, ২০১৯ সালে ৩০৩ টি আসন জিতে বিজেপি, আকারে ছোট করা হয়েছিল।

যদি দিল্লির রাস্তাটি উত্তরপ্রদেশ মধ্য দিয়ে যায়, যেমনটা তারা বলেছিল, তাহলে বিজেপির দূর্গে অখিলেশ যাদবের নেতৃত্বাধীন সমাজবাদী পার্টির আক্রমণ ভারত ব্লক, রাজ্যের একটি চিত্তাকর্ষক ৪৩ টি আসন পেতে সাহায্য করেছিল। ২০১৯ সালে S.P ৫ টি বিপরীতে ৩৭ টি আসন জিতেছিল এবং ১ টির বিপরীতে কংগ্রেস ৬ টি। বিজেপি ৩৩ টি আসনে হ্রাস পেয়েছিল, ২০১৯ এর চেয়ে ২৯ টি কম হয়েছে, একটি পরাজয় যা ঠিক করে যে দলটি নতুন দিল্লিতে অনেকটা হ্রাসকৃত বা খর্ব পাবে।

রাম মন্দির ইসু:

ফৌজাবাদে, যে নির্বাচনী ক্ষেত্রে অযোদ্ধা অবস্থিত, যে দলের নেতা রাম মন্দির উদ্বোধন করেছিলেন, তিনি হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন এই স্থানে তার পক্ষে ভোট অল্প দেখে। ১৯৯২ সালে এল কে আদবানি এর নেতৃত্বে হিন্দুত্ববাদী কর সেবকদের দ্বারা ১৬ শতকে মসজিদের জায়গায় নির্মিত মন্দিরের প্রতিশ্রুতি, কয়েক দশক ধরে বিজেপির রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু ছিল।

পশ্চিমবঙ্গে, মোদি ও সাহ সমস্ত পদক্ষেপ টেনে নিয়েছিলেন, আত্মবিশ্বাস যে দল বড়ো জয় পাবে, কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিজেপিকে থামিয়ে তার দল তৃণমূল কংগ্রেস ২৯ টি আসন জিতেছে, ২০১৯ এর থেকে ৭ টি বেশি আসন পেয়েছে যেখানে বিজেপি ১৮ টি আসন থেকে ১২ এ নেমে পড়েছে। বিজেপি মধ্যপ্রদেশে সুইপ করেছে, ২৯ টি আসন জিতেছে কিন্তু প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শিব রাজ সিং চৌহানের মাটিতে, ২০২৩ সালের

বিধানসভার নির্বাচনের বিজয়ের পরে অনাড়ম্বরভাবে বাদ পড়েছে। চৌহান দর্শনীয় ফ্যাশনে প্রমাণিত হওয়ায় তিনি ৮.২ লক্ষের ও বেশি ভোট বিদিশা আসন জয় করেন - মোদির আলো আরও ম্লান হয়ে পড়ে।

মিডিয়ার পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ ও *INDIA জোট:

টেলিভিশন চ্যানেলগুলি মোদি ও শাসক দলের ইচ্ছুক সহায়ক হতে উঠেছে । ভারত ব্লকের দলগুলি - কংগ্রেস, DNK, SP, শিবসেনা (উদ্ভব বালাসাহেব ঠাকুর), NCP (শারদচন্দ্র পাওয়ার), SPI (M), আম আদমি পার্টি, তৃণমূল কংগ্রেস, রাষ্ট্রীয় জনতা পার্টি - তাদের জয় সব মধুর করে তোলাকে অতিক্রম করতে হয়েছে।
লোকসভায় কংগ্রেসের সংখ্যা ৫২ - ৯৯ এ উন্নত হয়েছে । রাহুল গান্ধীকে উপহাসের বস্তুতে পরিণত করার জন্য বিজেপি দশকব্যাপী প্রচেষ্টার সত্বেও, তিনি তা ধরে রেখেছেন ও শেষে হাসি পেয়েছেন । তিনি ও দলের সভাপতি মল্লিকার্জুন বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াইকে জনগণের কাছে প্রানবন্তভাবে নিয়ে গিয়েছিলেন, সংবিধান ও সামাজিক ন্যায় বিচার সুরক্ষিত করার ওপর জোর দিয়ে সঠিক সুরে আঘাত করেছিলেন ও এর ভারত ব্লক অংশীদারদের সাথে বাস্তব সম্মত এবং কার্যকর ব্যবস্থায় এসেছেন। রাহুল গান্ধীর ভারত জোড়ো যাত্রা ও ন্যায় যাত্রা উভয়ই সমালোচকদের দ্বারা 'NGO Type' কাজ হিসাবে ব্যক্ত করা হয়েছে যা পার্টিকে নির্বাচনে জোটের আসল কাজ থেকে বিভ্রান্ত করেছিল, সম্ভবত, দলটিকে জনগণের সাথে পুনরায় সংযোগ করতে সাহায্য করেছিল।
কংগ্রেস এবং আঞ্চলিক মিত্রদের সমন্বয়ে বিরোধী ভারত ব্লক, জেলে বন্দী নেতা, তহবিল স্থগিত, এবং পক্ষপাত দুষ্ট মিডিয়া কভারেজের মতো চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার সত্বেও উল্লেখযোগ্য লাভ করেছে। তারা ২৩৪ টি আসন জিতেছে, কংগ্রেস তাদের সংখ্যা ৯৯ এ উন্নতি করেছে ও সমাজবাদী পার্টি উত্তরপ্রদেশে ৩৭ টি আসন নিয়ে তৃতীয় বৃহত্তম দল হিসাবে গড়ে উঠেছে।
নির্বাচন ফলাফল ভারত জোটের রাজনীতিতে ফিরে আসার ইঙ্গিত দেই, মোদি, জেডী ও টিডিপির মতো মিত্রদের সাথে সরকার গঠন করে। এই রায়টিকে ভোটাররা বিজেপির হিন্দুত্ব এজেন্ডার চেয়ে অর্থনৈতিক বিষয়গুলিকে (বেকারত্বের, মুদ্রাস্ফীতি) অগ্রাধিকার হিসাবে দেখা হয়েছিল, যা সাম্প্রতিক রাম মন্দির উদ্ধার সত্বেও ফৌজাবাদে দলের ক্ষতির প্রমাণ।
কংগ্রেসের ক্ষমতায় এলে নাগরিকত্ব (সংশোধন) আইন বাতিল করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল ।বিরোধী বেঞ্চে একটি দৃঢ় উপস্থিতি সহ ভারত ব্লককে অবশ্যই আরো তীব্র সমালোচনা ও গঠনমূলক কাজে বিরোধী হতে হবে। এটি বিশ্রাম বা দীর্ঘ বিরতি নেওয়ার সময় নয়। পার্টিকে তার লাভের ওপর ভিত্তি করে গড়ে তুলতে হবে, প্রতি রাজ্যে তার কর্মীদের পুনরুজ্জীবিত করতে হবে। এই বছরের শেষের দিকেও পরের বছর হরিয়ানা, মহারাষ্ট্র ও বিহারের মতো রাজ্যগুলির বিধানসভা নির্বাচন লোকসভা নির্বাচনে তার কার্যকারিতা পরীক্ষা করবে। অবশ্যই, বিজেপি তার হারানো প্রতিপত্তি পুনরুদ্ধার করতে চাইবে। এটা অবলম্বন নির্বাচনী মোড়ে চলে যাবে বলে আশা করা যায়।

বিজেপির নেতৃত্বের সংকট ও ভবিষ্যৎ:

মেসার্স মোদি ও শাহ জোট গঠনের জন্য এখনও পর্যন্ত যে দক্ষতা দেখাননি তা দেখাতে পারেন কিনা তা দেখার বিষয়। বিজেপির পরাজয়ের জন্য কাকে দায়ী করা হবে তাও স্পষ্ট নয়। মহারাষ্ট্র, উপ- মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফোড়নভিস ইতিমধ্যেই NDA এর দুর্বলতার জন্য দায় নিয়েছেন ও আসন বিধানসভা নির্বাচনে

নিজেকে নিবেদিত করার জন্য সরকারি দায়িত্ব থেকে মুক্ত হতে বলেছেন। এখন রাজনাথ সিং ও নিতিন বা চৌহানের মতো বিজেপিতে দীর্ঘদিনের হেভিওয়েটরা দলীয় সভায় আরও আওয়াজ পেতে পারেন। RSS ও BJP মধ্যে রিপোর্ট করা উত্তেজনা প্রকাশ্যে ছড়িয়ে পড়তে পারে। প্রধানমন্ত্রীর মহানুভবতায় আচ্ছন্ন একজন মানুষের জন্য," মোদির পরে কে ?" সম্ভব একটি প্রশ্ন হয়ে উঠতে পারে, তবে অবশ্যই একই প্রসঙ্গে নয় যেটি নেহরু সম্পর্কে জিজ্ঞেসা করা হয়েছিল।

যাই হোক, তৃতীয় মেয়াদী ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে ৯ জুন ২০২৪ নরেন্দ্র মোদী শপথ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় এবং প্রধানমন্ত্রী রূপে পুনরায় উপনীত হন।

বর্তমানের ফলাফল দেখিয়েছে যে ভারতীয় ভোটাররা সচেতন ও তারা যে সংবিধানকে একটি বিমূর্ত হিসাবে নয় বরং বাস্তব জীবনের প্রভাব সহ একটি দলিল হিসাবে দেখে। ক্ষমতাসীন দলের উপর চেক হিসাবে কাজ করার জন্য একটি শক্তিশালী বিরোধী দলের মূল্য তারা জানে। ভারতের ভোটাররা কথা বলেছেন ও তারা গণতন্ত্রের পক্ষে কথা বলেছেন।

স্থানীয় ও জাতীয় ইস্যু এবং অষ্টাদশ লোকসভা নির্বাচন

তোতন হালদার, প্রাক্তন শিক্ষার্থী

ভারত সবেমাত্র তার দীর্ঘতম সাধারণ নির্বাচনের সমাপ্তি দেখেছে যা 19 এপ্রিল থেকে 1 জুন পর্যন্ত চলে ছিল। প্রায় 600 মিলিয়ন মানুষ লোকসভার পাশাপাশি চারটি রাজ্যের বিধানসভার সদস্য নির্বাচিত করার জন্য ভোট দিয়েছে। 4 জুন সন্ধ্যা 6 টার মধ্যে, বিশ্বের বৃহত্তম নির্বাচনী মহড়ার রায় প্রকাশিত হয়েছিল, অনেকগুলি অসম্ভাব্য পরাজয় এবং জয়ের সাথে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বিজেপি নেতৃত্বাধীন ক্ষমতাসীন জাতীয় গণতান্ত্রিক জোট (এনডিএ) লোকসভায় বড় সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে টানা তৃতীয় মেয়াদে জয়লাভ করবে বলে আশা করা হয়েছিল। বিরোধী ব্লক- ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের নেতৃত্বে Indian National Developmental Inclusive Alliance (INDIA) নির্বাচনী বিস্মৃতিতে চলে যাবে। কিন্তু চূড়ান্ত ফলাফল যা আসে তা তুলনামূলকভাবে এক নিকট কঠিন প্রতিদ্বন্দ্বিতার চিত্র দেখায়: এনডিএ 292 আসন এবং ইন্ডিয়া ব্লকের কাছে 234 আসন, বিজেপি 272 আসনের সংখ্যাগরিষ্ঠতার সংখ্যা থেকে অনেক কম পায় ।

9 ই জুন, টানা তৃতীয় বারের জন্য নরেন্দ্র মোদি প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শপথ বাক্য পাঠ করেন, কিন্তু বিজেপির আসনগুলির যে ব্যাপকতা ছিল _ 2019 সালে 303 থেকে 2024-তে 240 টি আসন পায় যা সমালোচনামূলক প্রশ্ন উত্থাপন করে: কেন এটি প্রত্যাশিতভাবে কাজ করেনি?

জাতীয় ও স্থানীয় ইস্যুর প্রভেদই কি এনডিএ জোটের আশানুরূপ সাফল্য না পাওয়ার কারণ :

প্রথমত, ভারতবর্ষ একটি স্বচ্ছ নির্বাচনী ব্যবস্থা যুক্ত বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ। দেশটি সুরক্ষিত লিঙ্গ অনুপাত সত্ত্বেও, নিবন্ধিত পুরুষ ভোটার থেকে মহিলা ভোটারদের সংখ্যা 100:110, সুতরাং দেখা যাচ্ছে নারীরাও বেশি ভোট দিচ্ছেন এবং নির্বাচনীতে অংশগ্রহণ করছেন। পেশার ক্ষেত্রে, প্রতি দ্বিতীয় ভোটার একটি

কৃষি পরিবারের অন্তর্গত। বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রও সর্বাধিক সংখ্যক দরিদ্রের পাশাপাশি বেকার যুবকদের প্রতিনিধিত্ব করে।

এপ্রিলের শুরুতে নির্বাচনের প্রচারণা শুরু হওয়ার সাথে সাথে নরেন্দ্র মোদি কর্মসূচি নির্ধারণ করেছিলেন: 2047 সালের মধ্যে ভারতকে "উন্নত দেশ" করার জন্য নির্বাচনী সম্মতি প্রতিষ্ঠার জন্য একটি স্পষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠতা দরকার। একটি "উন্নত" দেশকে সংজ্ঞায়িত করার ক্ষেত্রে ভারতের পররাষ্ট্র নীতি গুলির মধ্যে রয়েছে মার্কিন 5 ট্রিলিয়ন অর্থনীতি; সবার জন্য কর্মসংস্থান; এবং বিশ্বে ভারতের দাপটের উত্থান। এনডিএ-র পক্ষে নির্বাচনী ক্ষেত্রে মোদী তার গ্যারান্টি হিসাবে এই কর্মসূচি গুলি প্রচার করেছিলেন একমাত্র প্রার্থী হিসাবে।

INDIA bloc যে প্রচার অভিযান চালিয়েছিল সেখানে শুধুমাত্র বেকারত্ব, মূল্যবৃদ্ধি, কৃষি সঙ্কট এবং কৃষকের আয়ের ক্রমবর্ধমান স্থানীয় (কিন্তু প্রধান) ইস্যু তুলে ধরেছিলেন। তারা সমীকরণে বর্ণ ভিত্তিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক দুরবস্থা যোগ করেছে, এটিকে নির্বাচনে মূল স্থানীয় ইস্যু হিসাবে তুলে ধরেছিল। যা পরবর্তীকালে নির্বাচনের ফলাফলে ইতিবাচক প্রভাব পড়েছিল।

এপ্রিলে Centre for the Studies of developing Societies সংক্ষেপে CSFS ও লোকনীতির কেন্দ্রের একটি প্রাক ভোট সমীক্ষায় ভোটারদের মধ্যে একটি দ্ব্যর্থহীন অসন্তোষ পাওয়া গেছে। সমীক্ষা অনুযায়ী প্রায় 62% লোক বলেছেন যে 5 বছর আগের তুলনায় আজ চাকরি পাওয়া আরও কঠিন ছিল। এমন প্রশ্নের জবাবে বলেন, মূল্যবৃদ্ধির বিষয়টি কী? সর্বশেষে বেড়েছে নাকি কমেছে? গত 5 বছর?", সমীক্ষার তথ্য অনুযায়ী প্রায় 71% লোক বলেছেন যে এটি বৃদ্ধি পেয়েছে। ভোট পরবর্তী সমীক্ষায়, CSDS লোকনীতি দেখেছে যে "যারা অনুভব করেছিলেন যে তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা খারাপ হয়েছে তারা বিরোধীদের পক্ষে ভোট দেওয়ার সম্ভাবনা বেশি ছিল, যখন তারা যারা ব্যর্থ পরিস্থিতির কথা মনে করিয়ে দেয় তারা তাদের ভোট প্রায় সমানভাবে শাসক শাসন এবং প্রতিদ্বন্দ্বী দলের মধ্যে ভাগ করে দেয়। "সরকারের কর্মক্ষমতা এবং এর নির্বাচনী প্রভাবের উপর সমীক্ষার মূল্যায়ন বলে: ভোটারদের প্রায় এক চতুর্থাংশ মূল্যবৃদ্ধির উল্লেখ করেছে। এবং কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মক্ষমতার সবচেয়ে অপছন্দের কাজ হিসাবে উঠে এসেছে বেকারত্ব সমস্যা।

ভারতের ৩৪৪ টি গ্রামীণ সংসদীয় নির্বাচনী এলাকার একটি বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে লোকেরা ১৮৫টি নির্বাচনী এলাকায় বর্তমান সরকারের অন্তর্গত প্রার্থীদের জন্য ভোট দিয়েছে এবং ১৫৯টি নির্বাচনী এলাকায় তারা তাদের বিপক্ষে ভোট দিয়েছেন।

উন্নয়ন বনাম কৃষক অসন্তোষ:

পাঞ্জাব হরিয়ানা এবং উত্তরপ্রদেশের কৃষি প্রধান রাজ্যগুলিতে (বিশেষ করে পশ্চিম জেলা গুলি) নির্বাচনী সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে স্থানীয় সমস্যা গুলি নির্ধারক কারণ সহ লক্ষণগুলি স্পষ্ট ছিল, যেখানে বিজেপিকে নির্বাচনে বড় ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়েছিল। আগস্ট ২০২০ থেকে ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত জাতীয় রাজধানীর সীমানা বরাবর যে কৃষক আন্দোলন হয়েছিল আর এ কৃষক আন্দোলনের প্রভাব পড়েছিল নির্বাচনী ক্ষেত্রে যা বিজেপির পক্ষে নেতিবাচক প্রভাব পড়েছিল। পাঞ্জাবে বিজেপি কোন আসন জিততে পারেনি, যদিও গত নির্বাচনে এখানে দুটি আসন জিতেছিল। এর পাশাপাশি হরিয়ানাতেও বিজেপির প্রভাব একই রকম ছিল। গত লোকসভা নির্বাচনে সাফরান দল দশটি আসনে সবকটিতে জয়লাভ করেছিল, কিন্তু এবারে জিতেছে মাত্র পাঁচটিতে। মজার বিষয় হলো কেন্দ্র ২০২১ সালের ডিসেম্বরে খামার আইন বাতিল করার পরে, ২০২২ সালের

বিধানসভা নির্বাচনের সময় পশ্চিম উত্তরপ্রদেশে বিজেপি নির্বাচনে প্রদর্শন ছিল অসাধারণ। কিন্তু ২০২৪ সালে লোকসভা নির্বাচনে সেই সাফল্যের পুনরাবৃত্তি করতে বিজেপি ব্যর্থ হয়েছে। সম্ভবত কারণ হিসেবে বলা যেতে পারে কৃষকরা প্রতিবাদ করেছে উত্তরপ্রদেশে।

মহারাষ্ট্রে পেঁয়াজের ঝাঁজ:

মহারাষ্ট্রে, পেঁয়াজ প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন হয়। পেঁয়াজ রান্নাঘরের প্রধান খাবারের চেয়ে বেশি সরবরাহ করে। মহারাষ্ট্রে 13টি লোকসভা কেন্দ্রের মধ্যে, যেখানে রাজ্যের অধিকাংশ পেঁয়াজ চাষীরা কেন্দ্রীভূত, সেখানে 12টি নির্বাচনী আসন INDIA Bloc যৌথ ভাবে জয়ী হয়েছিল। 2019 লোকসভা নির্বাচনে যেখানে এনডিএ 13 টি আসনের মধ্যে 11 টি আসনে জিতেছিল, বিজেপি 7 টি আসন পেয়েছিল।

কৃষকরা অসন্তোষ প্রকাশ করেছিল মার্চ মাসে কেন্দ্রের যে গৃহীত সিদ্ধান্ত নিয়েছিল সেই কারণে, যখন কেন্দ্রীয় সরকার পেঁয়াজের রপ্তানির ওপর আরো বেশি পরিমাণে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল। এর ফলে মান্ডির (পাইকারি বাজার) দাম কমে গেছিল অনেক এবং চাষিরা চাষের খরচ পুনরুদ্ধার করতে মূলত হিমশিম খাচ্ছিল এবং চাষীদের অবস্থা দুরবস্থা হয়ে পড়েছিল, ফলে চাষীরা অসন্তোষ প্রকাশ করেন। আর চাষীদের এই ক্ষোভের প্রকাশ সম্পূর্ণ গিয়ে পড়ে ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে যা বিজেপির পক্ষে যথেষ্ট নেতিবাচক প্রভাব পড়েছিল।

প্রাথমিক স্তরের চাহিদা না পূরণের ফল:

একজন প্রাক্তন দৈনিক মজুরি শ্রমিক ছিলেন, সাম্প্রতি শেষ হওয়া নির্বাচনে কান্তবাঞ্জি বিধানসভা কেন্দ্র থেকে উড়িষ্যার পাঁচবার মেয়াদের মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়ককে পরাজিত করেছেন। পশ্চিম উড়িষ্যার কান্তবাঞ্জি এলাকায় কর্মসংস্থানের অভাবে শ্রমিকদের যে বৃহৎ আকারে বহির্মুখী স্থানান্তরকরণের জন্য খবর পাওয়া গেছে।

বিহারে, জনতা দল (ইউনাইটেড) এর সাথে রাজ্যে ক্ষমতায় থাকা ভারতীয় জনতা পার্টির মিথিলেশ তিওয়ারি বক্সার লোকসভা কেন্দ্রে রাষ্ট্রীয় জনতা দলের প্রার্থী সুধাকর সিং এর কাছে হেরেছেন। সরকার গত কয়েক বছর ধরে একটি বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের জন্য জনগণের কাছে থেকে বলপূর্বক জমি অধিগ্রহণের ব্যবস্থাপনা চালিয়ে যাচ্ছে, যা বিজেপির নির্বাচনী ক্ষতির ক্ষেত্রে একটি বড় ভূমিকা পালন করেছে বলে জানা গেছে। "আমাদের দাবি উপেক্ষা করার জন্য আমরা বিজেপির বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছি। আমাদের শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদের বিরুদ্ধে নৃশংস পুলিশি উল্টে পদক্ষেপ নিয়েছেন," বক্সারের বানারপুর গ্রামের কৃষক হরিদয়াল তিওয়ারি Down To Earth এর সাংবাদিককে একথা বলেছেন।

অষ্টাদশ লোকসভার ফলাফল ও পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি

--- সঞ্জু মন্ডল ও যুক্তলেখা রায় (প্রাক্তন শিক্ষার্থী)

পশ্চিমবঙ্গে ২০২৪ সালের অষ্টাদশ লোকসভা নির্বাচন একটি আকর্ষণীয় পর্যায়ে ছিল ভারতীয় গণতন্ত্রের জন্য। ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে পশ্চিমবঙ্গের নিয়ন্ত্রণ কার হাতে থাকবে তার একটা ইঙ্গিত এই নির্বাচন থেকে পাওয়া সম্ভব বলে সব মহলই মনে করছিল। স্কুল সার্ভিস কমিশন কেলেঙ্কার, পাবলিক ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম কেলেঙ্কারি -র মতো দুর্নীতির অভিযোগে তৃণমূল যখন বিপর্যস্ত তখন বিজেপি এটাকে সেরা সুযোগ হিসেবে দেখলো, তৃণমূলকে পরাজয় করার জন্য। কিন্তু তৃণমূল তখনও আত্মবিশ্বাসী হিসেবে দাঁড়িয়েছিল। রাজ্য সরকার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অসংখ্য কল্যাণমূলক পরিকল্পনা করেন, বিশেষ করে মহিলাদের জন্য যেমন - লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, কন্যাশ্রী, রূপশ্রী প্রভৃতি। ভোটারদের প্রায় ৪৯ শতাংশ মহিলা ভোটারদের জন্য, মমতার লক্ষ্মীর ভান্ডার প্রকল্পটি সাধারণ শ্রেণীর জন্য ৫০০ থেকে ১০০০ টাকা এবং এসসি-এসটি মহিলাদের জন্য ১২০০ টাকা দেন ,তাই এর মাধ্যমে মহিলাদের সমর্থন ভিত্তি অক্ষুন্ন রাখে আবার সন্দেশখালীর নেতিবাচক প্রভাবকেও নিরপেক্ষ করে, যেখানে মহিলারা স্থানীয় তৃণমূল নেতাদের হাতে দীর্ঘস্থায়ী হয়রানি ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে উঠেছিলেন। শেষ পর্যন্ত, তৃণমূলের হাজি নুরুল ইসলাম বসিরহাট আসনে তিন লক্ষেরও বেশি ভোটের ব্যবধানে জয়ী হয়েছেন। ক্ষমতাসীন দলের বিশ্বাসযোগ্যতা এবং ভাবমূর্তি নিম্নমুখী হয়েছে, কিছু শীর্ষস্থানীয় নেতার কারাগারে যাবার জন্য।

এই ধরনের অপ্রতিরোধ্য প্রতিকূলতা থাকা সত্ত্বেও কিছু কিছু কারণে তৃণমূলের পক্ষে কাজ করেছিল, বিজেপির উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে ব্যর্থ করে। ১১ই মার্চ কেন্দ্রের নাগরিকত্ব (সংশোধনী) আইন (CAA) এর বাস্তবায়ন একটি বিশাল আশীর্বাদ হিসাবে এনেছিল, নির্বাচনের আগে মমতার কাছে মুসলিম ভোট মেরুকরণের কাজ করেছে। মুসলিম জনসংখ্যা ২৭ শতাংশ ছিল ২০১১ সালে যা রাজ্যের ২৯৪টি বিধানসভা বিভাগের মধ্যে অন্তত ১৩০টিতে মূল কারণ। ২০১৯ সালের পর থেকে বিজেপির খারাপ পরাজয় চলছে, যখন থেকে তৃণমূল প্রধান বিরোধী দল হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। ২০১৯ সালে বিজেপি প্রধান আটটি আসন হারিয়েছে। ২০১৯ সালে বিজেপির লোকসভা আসন ২ থেকে ১৮ তে পৌঁছে ছিল অর্থাৎ ভোট সেয়ার ১৮ শতাংশ (২০১৪ সাল) থেকে বেড়ে ৪০.৭ শতাংশে পৌঁছেছিল। তাই ২০২১ সালে তৃণমূল কেউ চ্যালেঞ্জ চালাতে প্রস্তুত ছিল যদিও ব্যর্থ হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তার তৃণমূল কংগ্রেসের জন্য, এই বিজয়টি বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ কারণ এটি বিজেপিকে একটি প্রান্ত দিয়েছে এমন এক্সিট পোলগুলিকে অস্বীকার করেছে, রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের যুক্তি খণ্ডন করেছে। বিজেপি তৃণমূলকে পরাজিত করার মত শক্তিশালী হয়নি। চূড়ান্ত তালিকায়, তৃণমূল ২৯টি আসন জিতেছে- ২০১৯-এর চেয়ে ৭ বেশি বিজেপি ১২টি, এবং কংগ্রেস ১। তৃণমূলের দীর্ঘদিনের প্রচারণা যে বিজেপি বহিরাগত দল যা বাঙালি ভোটারদের মানসিকতায় যথেষ্ট ছাপ ফেলেছে।

নির্বাচনে তৃণমূল বা বিজেপি বিজয়ী হবে কিনা তা নিয়ে রাজনৈতিক মতামত ভিন্ন থাকলেও বেশিরভাগ রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক নিশ্চিত ছিলেন যে বাম-কংগ্রেস জোট পর্যাপ্ত ভোট পাবে অন্তত পশ্চিমবঙ্গে আবার একটি ফ্যাক্টর হবে। ফলাফল ইঙ্গিত দিচ্ছে নির্বাচনী রাজ্যে গতিশীলতা একই ছিল ২০২১ সালে বিধানসভা নির্বাচন থেকে, তৃণমূল দাঁড়িয়ে রয়েছে তার প্রতিদ্বন্দ্বীদের উপরে। ফলাফল ঘোষণা করার পরে, তিনি ঘোষনা করেছিলেন যে তিনি রাহুল গান্ধী এবং ব্লকের অন্যান্য অংশীদারদের অভিনন্দন পাঠাবেন।

নারী ও অষ্টাদশ লোকসভা নির্বাচন

বর্ষা খাতুন, স্নাতকোত্তর উত্তীর্ণ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, বিভাগের প্রাক্তন শিক্ষার্থী

প্রেক্ষাপট: অষ্টাদশ লোকসভা নির্বাচন ২০২৪-এ নারীদের অংশগ্রহণ এবং ভোটের প্রভাব ভারতের রাজনীতির এক গুরুত্বপূর্ণ দিক হয়ে উঠেছিল। গত কয়েক দশকে, বিশেষ করে ২০১৪ ও ২০১৯ সালের নির্বাচনে, মহিলাদের ভোটের হার উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, যা রাজনৈতিক দলগুলিকে মহিলাদের জন্য বিশেষ পরিকল্পনা ও প্রতিশ্রুতি নিয়ে আসতে উৎসাহিত করেছে। নারীদের ভোটারদের সমর্থন পাওয়া এখন যেকোনো রাজনৈতিক দলের জন্য এক বড়ো চ্যালেঞ্জ এবং সুযোগও বটে।

এবারের ভোটে বিজেপির নারী ইশতেহারঃ এপ্রিলের মাঝামাঝি সময়ে, যুব, কৃষক, মহিলা এবং দরিদ্রদের উপর বিশেষ ফোকাস করে বিজেপি তার সংকল্প পত্র, বা ইশতেহার প্রকাশ করে, যার সংক্ষিপ্ত নাম GYAN। এগুলো ছিল 'মোদী গ্যারান্টি'।

মহিলাদের জন্য, পার্টি মহিলাদের স্ব-সহায়তা গোষ্ঠীর (এসএইচজি) ক্ষমতায়ন, কর্মজীবী মহিলাদের জন্য পরিকাঠামো যেমন হোস্টেল এবং ক্রেচের উন্নয়ন, মহিলা সংরক্ষণ আইন বাস্তবায়ন এবং পুলিশে মহিলাদের জন্য আরও সাহায্য ডেস্ক নিশ্চিত করার মাধ্যমে লক্ষপতি দিদির সংখ্যা বাড়ানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। স্টেশন গত বছর, প্রায় 15,000 মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে ড্রোন সরবরাহ করা হয়েছিল। এইভাবে, প্রধানমন্ত্রীর নামানুসারে নমো ড্রোন দিদিস অস্তিত্বে আসে। এরা ছিল নারী যারা কৃষিকাজে সাহায্য করত। নির্বাচনের এক মাস আগে এক হাজার ড্রোন বিতরণ করা হয়। একটি নতুন সংযোজন ছিল বিশেষত অ্যানিমিয়া, অস্টিওপোরোসিস এবং ক্যান্সার স্ক্রিনিংয়ের জন্য মহিলাদের মধ্যে স্বাস্থ্য পরিষেবা সম্প্রসারণের প্রতিশ্রুতি। 2014 সালে, পার্টি বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও ক্যাচফ্রেজ তৈরি করেছিল, সেইসাথে মূল্যবৃদ্ধি এবং বেকারত্ব মোকাবেলার প্রতিশ্রুতি দেয়, যার সবগুলিই পরবর্তীতে পিছনে ফেলে দেওয়া হয়েছিল। 2019 সালে, এর ফোকাস ছিল মুসলিম মহিলাদের অধিকার এবং তিন তালাককে বেআইনি করা, মহিলা সংরক্ষণ বিলের প্রতি প্রতিশ্রুতি এবং মহিলাদের সহজ ঋণ প্রদানের উপর।

কংগ্রেস ও তার নারীদরদী ইজতেহারঃ কংগ্রেস তার পক্ষ থেকে 1 জুলাই থেকে দরিদ্র পরিবারের মহিলাদের 8,500 রুপি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে যদি INDIA Bloc ক্ষমতায় আসে। এটি অবিলম্বে মহিলা সংরক্ষণ আইন কার্যকর করার প্রতিশ্রুতি দেয়; কেন্দ্রীয় সরকারি পরিষেবাগুলিতে মহিলাদের জন্য 50 শতাংশ চাকরি সংরক্ষণ করুন; পুলিশ অফিসার এবং বিচারকদের মতো উচ্চ পদের চাকরিতে আরও বেশি নারীকে নিয়োগ করা; একই ধরনের কাজের মজুরি বৈষম্য দূর করা; নারী স্বনির্ভর গোষ্ঠীর প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ বৃদ্ধি; প্রকল্প-ভিত্তিক কর্মীদের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের অবদান দ্বিগুণ; বিবাহ, উত্তরাধিকার এবং উত্তরাধিকার আইনে সমান অধিকারের নিশ্চয়তা; এবং কর্মশক্তিতে নারীর অংশগ্রহণ প্রসারিত করা।

কংগ্রেস মহিলাদের অ্যাকাউন্টে সরাসরি অর্থ স্থানান্তর করার প্রতিশ্রুতি দিলেও বিজেপি "মোদীর গ্যারান্টি" এ আটকে আছে। ঘটনা ভিন্ন মোড় নেয় যখন, রাজস্থানে এক জনসভায় হিন্দু মহিলাদের কাছে সরাসরি আবেদনে, নরেন্দ্র মোদি ভোটারদের সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে কংগ্রেস তাদের মঙ্গলসূত্র (বিবাহিত হিন্দু মহিলাদের পরা) পাশাপাশি তাদের স্বর্ণ কেড়ে নেবে এবং তা দিয়ে দেবে সংখ্যালঘুদের। বিজেপি Banswara-Dungarpur এই আসনটি হেরেছে যেখান থেকে এই বিবৃতি দেওয়া হয়েছিল, এমনকি মহিলা ভোটারদের মধ্যে মেরুকরণের সীমা প্রকাশ করেছে। এই সমস্ত আবেদন এবং প্রতিশ্রুতি মহিলাদের ভোটদানের আচরণকে প্রভাবিত করেছে কিনা তা সঠিক নমুনার ভিত্তিতে বড় গবেষণার দ্বারা প্রকাশ করা যেতে পারে।

ভোটের বাস্তবতা ও মেয়েদের ভোটঃ 2024 সালের সাধারণ নির্বাচনের সাতটি ধাপে রাজ্যভিত্তিক সামগ্রিক ভোটের শতাংশ থেকে উদ্ভূত প্রাথমিক চিত্র, ভারতের নির্বাচন কমিশন (ইসিআই) ভোটের সপ্তম পর্বের শেষে প্রকাশ করেছে, এটি একটি মিশ্র ছবি। তথ্য প্রকাশ করে যে সর্বভারতীয় ভোটিং শতাংশ 2019 সালে 67.40 শতাংশ (পোস্টাল ব্যালট বাদে 67.10 শতাংশ) থেকে 2024 সালে 65.79-এ নেমে এসেছে।

লক্ষণীয়ভাবে, ভোটারদের এই হ্রাস পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের মধ্যে তীব্রতর হয়েছে। 2019 সালে, ভোটদানকারী ভোটারদের অনুপাত পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের জন্য সামান্য বেশি ছিল। 2024 সালে, তবে, এটি পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের জন্য সামান্য কম ছিল। ECI অনুসারে, এবার ভোট দিয়েছেন **৩১.২** কোটি নারী।

সর্বভারতীয় ভোটারদের ভোটার সংখ্যা ছিল পুরুষদের জন্য 65.80 শতাংশ এবং মহিলাদের জন্য 65.78 শতাংশ। 31টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মধ্যে, 19টি রাজ্যে মহিলাদের ভোটারের হার পুরুষদের তুলনায় বেশি। ত্রিপুরা এবং সিকিম ব্যতীত উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের সমস্ত রাজ্যে, পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের মধ্যে ভোটার হার বেশি। অন্তত **১৮**টি রাজ্য বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে, রাজ্যের গড় ভোটের তুলনায় মহিলাদের ভোটদানের শতাংশ বেশি ছিল। এর মধ্যে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ, হিমাচল প্রদেশ, মণিপুর, পুদুচেরি, কেরালা, গোয়া, উত্তর প্রদেশ, বিহার, উত্তরাখণ্ড এবং নাগাল্যান্ড।

নারী ভোটাধিকারের প্রবণতাঃ ভারতে নারী নির্বাচকদের সংখ্যা সবসময়ই তাদের পুরুষ সমকক্ষদের চেয়ে বেশি, যদিও সময়ের সাথে এই ব্যবধান কমেছে। 2019 থেকে 2024 সালের মধ্যে মোট নির্বাচকমণ্ডলীতে নারী ভোটারদের শতাংশ 48.1 শতাংশ থেকে বেড়ে 48.7 শতাংশে উন্নীত হয়েছে। এই ইতিবাচক প্রবণতা, ভারতীয় নির্বাচনে মহিলাদের ক্রমবর্ধমান তাৎপর্য নির্দেশ করে এমন অনেকগুলির মধ্যে একটি, তবে 2024 সালে মহিলাদের ভোটদানের শতাংশ হ্রাসের দ্বারা কিছুটা নিরপেক্ষ হয়েছে।

2024 সালে, উত্তরাখণ্ড, হরিয়ানা, কেরালা, পাঞ্জাব, রাজস্থান, গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ, উত্তর প্রদেশ, তামিলনাড়ু, দিল্লি এবং মণিপুর এবং অন্যান্য উত্তর-পূর্ব রাজ্য সহ বেশ কয়েকটি রাজ্যে 2019 এর তুলনায় মহিলা ভোটারদের অনুপাত উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। হিমাচল প্রদেশ এবং অরুণাচল প্রদেশে, পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের ভোটদানের অনুপাত হ্রাস পেয়েছে, যেখানে ঝাড়খন্ডই একমাত্র রাজ্য যেখানে বিপরীত ঘটেছে।

মহিলাদের ভোটাধিকারের সংখ্যা বৃদ্ধিঃ অন্যদিকে, যে কয়েকটি রাজ্যে সামগ্রিক ভোটের শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে, কর্ণাটক এবং ছত্তিশগড়ের মতো কয়েকটি রাজ্যে এটি মহিলাদের ভোটার বৃদ্ধির জন্য দায়ী করা যেতে পারে। অন্যদের মধ্যে, যেমন মহারাষ্ট্র, তেলেঙ্গানা এবং অন্ধ্রপ্রদেশে, ভোটের অনুপাত বাড়াতে পুরুষরা মহিলাদের ছাড়িয়ে গেছে।

নারীদের বেশি ভোটদানের সঙ্গে ওইসব আসনে নারী নির্বাচনের কোনো আপাত সম্পর্ক নেই। উত্তরপ্রদেশের অন্তত 17টি আসনে, পুরুষদের তুলনায় বেশি মহিলা ভোট দিয়েছেন এবং 33টি আসনে, পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের ভোট দেওয়ার শতাংশ বেশি ছিল। উত্তরপ্রদেশে, যেখানে বিহারের পরে গড় ভোটারদের হার ছিল দ্বিতীয় সর্বনিম্ন, স্মৃতি ইরানি, আমেঠিতে বিজেপির একজন হাই-প্রোফাইল প্রার্থী, কংগ্রেসের কেএল- শর্মা এর কাছে এক লাখের বেশি ভোটে হেরে গেছেন। আমেথিতে গড় ভোটার 54.17 শতাংশ রেকর্ড করা হয়েছে, যেখানে ভোটার উপস্থিতি ছিল 57.75 শতাংশ, যা পুরুষ ভোটারদের তুলনায় 6.49 শতাংশ পয়েন্ট বেশি। মহিলাদের মধ্যে বেশি ভোটদান ইরানিদের বিজয়ে অনুবাদ করেনি; এটি ফতেহপুরের সাধ্বী নিরঞ্জন জ্যোতিকেও সাহায্য করেনি, যেখানে মহিলা ভোটারদের সংখ্যা পুরুষদের থেকে প্রায় তিন শতাংশ পয়েন্ট এবং রাজ্যের গড়কেও ছাড়িয়ে গেছে। তিনি সমাজবাদী পার্টির নরেশ উত্তম প্যাটেলের কাছে 30,000 ভোটে হেরেছেন।

লখনউ এবং বারাণসীর মতো, আমেঠি উচ্চ-প্রোফাইল নির্বাচনী এলাকাগুলির মধ্যে একটি ছিল যেখানে রাজ্যের গড় ভোটের চেয়ে কম ভোট পড়েছে। রায়বেরেলিতে, যেখানে রাহুল গান্ধীকে (কংগ্রেস) ভোট দিয়েছেন, ভোট পড়েছে 57.85 শতাংশ, রাজ্য গড় থেকে বেশি। মহিলাদের মধ্যে এটি ছিল 61.42 শতাংশ, পুরুষদের তুলনায় 6.33 শতাংশ পয়েন্ট বেশি।

মহিলা প্রতিনিধিত্ব কিন্তু কমেছেঃ Lokniti-CSDS -এর নির্বাচন-পরবর্তী সমীক্ষা অনুসারে, জাতীয় অর্থনীতি সম্পর্কে তাদের ধারণার পরিবর্তে তাদের পরিবারের আর্থিক অবস্থার লোকেদের মূল্যায়ন ছিল যা তাদের ভোটের পছন্দ নির্ধারণ করতে পারে। সংসদে নির্বাচিত মোট নারীর সংখ্যা 2019 সালে 78 থেকে 2024 সালে 74-এ নেমে এসেছে। Centre for Women's Development Studies এর পরিচালক N.Manimekalai বলেছেন যে 2009 সাল থেকে মহিলাদের মধ্যে ভোটদানের একটি ইতিবাচক প্রবণতা রয়েছে যদিও সেখানে আঞ্চলিক পার্থক্য এবং ওঠানামা হয়। তিনি বলেন, গত এক দশক ধরে ভোটার হিসেবে নিবন্ধন করা নারীর সংখ্যা বাড়ছে। এটি মহিলাদের দ্বারা বর্ধিত ভোটদানে অবদান রাখবে এবং সাধারণভাবে একটি উচ্চতর ভোটার উপস্থিতি, যদিও এটি 2024 সালে ঘটেনি। Manimekalai যোগ করেছেন যে তফসিলি জাতি এবং তফসিলি উপজাতির মহিলা ভোটারদের ভোটদান সাধারণ বিভাগের তুলনায় বেশি ছিল, যা ইঙ্গিত করে যে অর্থনৈতিক এবং সামাজিকভাবে দুর্বল সম্প্রদায়ের মহিলারা ভোট দিতে আসে, যা একটি স্বাগত প্রবণতা।

একজনের ভোট দেওয়ার গুরুত্ব সম্পর্কে বৃহত্তর সচেতনতার জন্য মহিলা ভোটারদের উপস্থিতি বৃদ্ধির কারণ হতে পারে; গত এক দশকে নারী ভোটারদের নিবন্ধন বৃদ্ধি; এবং স্থানীয় সংস্থা নির্বাচনে 50 শতাংশ সংরক্ষণ, যা মহিলাদের তাদের গণতান্ত্রিক দায়িত্ব পালনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আরও সচেতন করেছে। আরেকটি কারণ হল তৃণমূলে সংঘবদ্ধতা এবং একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে কল্যাণমূলক প্রকল্পগুলিকে কেন্দ্র করে মহিলাদের ঘিরে।

ভবিষ্যৎ এর দিকে এগিয়েঃ Manimekalai বলেছেন যে সংসদ এবং বিধানসভায় মহিলাদের জন্য সংরক্ষণের প্রেক্ষাপটে, 2029 সালের পর থেকে অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচনে বাস্তবায়িত হওয়ার জন্য, আরও বেশি মহিলা নির্বাচিত হবে এবং আরও বেশি মহিলাকে তাদের ভোট দেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। তিনি বিশ্বাস করেন যে গ্রামীণ ও শহুরে এলাকায় তৃণমূল পর্যায়ের মহিলারা অঞ্চল, বর্ণ বা ধর্ম নির্বিশেষে ভোট দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং ভোটের শতাংশ হ্রাসের জন্য প্রায়শই মধ্যবিত্ত, অভিবাসী শ্রমিক এবং বয়স্ক এবং প্রতিবন্ধীদের দায়ী করা যেতে পারে। সদ্য সমাপ্ত নির্বাচনে প্রতিবন্ধীদের ভোটের সংখ্যা সামান্য বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষ করে তামিলনাড়ুর কথা উল্লেখ করে, যেখানে নারী-কেন্দ্রিক কল্যাণ প্রকল্পের ইতিহাস রয়েছে এবং যেখানে 19 এপ্রিল একটি একক পর্বে ভোট দেওয়া হয়েছিল, Manimekalai বলেছিলেন যে মহিলাদের মধ্যে ভোটদান শুধুমাত্র সামান্যই ভাল ছিল: পুরুষদের তুলনায় 0.27 শতাংশ পয়েন্ট বেশি। শুধুমাত্র ধর্মপুরীতে এটি উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি ছিল, যেখানে 81.3 শতাংশ নারী ভোট দিয়েছেন; এখানে National Democratic Alliance একজন মহিলাকে প্রার্থী করেছে। আঞ্চলিক প্রেক্ষাপটে, নারীকেন্দ্রিক স্কিমগুলি গুরুত্বপূর্ণ ছিল, তিনি বলেন, তবে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর জন্য আরও অধ্যয়ন এবং প্রমাণের প্রয়োজন যে শুধুমাত্র এই প্রকল্পগুলির কারণেই মহিলারা ভোট দিয়েছেন।

তামিলনাড়ুতে, বিনামূল্যে বাসে চড়া, উচ্চশিক্ষা চালিয়ে যাওয়া সরকারি স্কুলের মহিলা ছাত্রীদের জন্য মাসিক 1,000 টাকা উপবৃত্তি সহ উচ্চ শিক্ষা সহায়তা, অবৈতনিক পরিচর্যা কাজের স্বীকৃতি দেওয়ার প্রকল্প এবং যোগ্য মহিলাদের জন্য মাসে 1,000 টাকা গুরুত্বপূর্ণ। একটি পরিমাণে, তিনি বলেন. Manimekalai বিশ্বাস করেন যে এটি অন্যান্য রাজ্যের জন্যও সত্য হতে পারে।

কর্ণাটকে, মহিলাদের জন্য পাঁচটি গ্যারান্টি রয়েছে: শক্তি, গৃহ জ্যোতি, আন্না ভাগ্য, গৃহ লক্ষ্মী এবং যুব নিধি। বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারের সময় এই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল এবং লোকসভা নির্বাচনের দৌড়ে বাস্তবায়িত হয়েছিল।

মহিলা ভোটের বাস্তবতাঃ Manimekalai এর মতে: "মহিলা ভোটাররা নিষ্ক্রিয়ভাবে ভোট দিচ্ছেন না; তারা কল্যাণমূলক নয় বরং তাদের সংস্থাকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য এবং রাজ্যের শাসনব্যবস্থাকে গভীরভাবে দেখার জন্য প্রকল্পগুলি প্রবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্যের উদ্যোগগুলি বিশ্লেষণ করে; তারা করার সময় আবেগপ্রবণ নয় বরং যুক্তিবাদী তাদের সিদ্ধান্ত চলে গেছে যখন মহিলারা অন্ধভাবে সেই দলকে ভোট দিয়েছিল যেটি কৌশলগতভাবে তাদের জীবনযাত্রার মানকে প্রভাবিত করে; লিঙ্গ চাহিদা এবং একটি দল সম্পর্কে তাদের অনুভূত অন্তর্দৃষ্টি-সবই তাদের ভোট দেওয়ার ক্ষেত্রে অবদান রাখে।" তিনি যোগ করেছেন যে রাজনৈতিক দলগুলির প্রয়োজন ছিল তাদের দলীয় প্রশাসনে আরও বেশি প্রতিনিধিত্ব প্রদান করে, স্থানীয় সংস্থা শাসনে নেতৃত্বের ভূমিকা প্রদান করে এবং স্থানীয় সংস্থাগুলি থেকে তাদের বিধানসভা এবং সংসদে প্রবেশের জন্য প্রস্তুত করে ভোটার হিসাবে আরও বেশি নারীদের যোগদানের প্রবণতাকে সামঞ্জস্য ও বজায় রাখার জন্য। রাজনৈতিক অংশগ্রহণ যদি বর্ধিত ভোটার নিবন্ধন, ভোটদান এবং প্রার্থী হিসাবে নির্বাচনে অংশগ্রহণের সংমিশ্রণ হয়, তবে ভারতে লিঙ্গ ব্যবধান এখনও বেশ বিস্তৃত। এবারের লোকসভায় নির্বাচিত নারীর সংখ্যা কমে যাওয়ায় নারী প্রতিনিধির শতাংশও একইভাবে কমে যাবে।

A "Watershed" election? এপ্রিলের দ্বিতীয় সপ্তাহে, প্রথম পর্বের ভোটের দুই দিন আগে, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অর্থনৈতিক গবেষণা বিভাগের একটি গবেষণা পত্র অনুমান করেছিল যে যদি কিছু রাজ্যে অপ্রয়োজনীয় মহিলা ভোটারদের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করা হত। বিশেষ করে উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, বিহার, তামিলনাড়ু এবং রাজস্থানে 2024 সালের নির্বাচন একটি গেম চেঞ্জার হবে। এটি আরও পোষ্ট করেছে যে ভোটিং অনুশীলনের ফলাফল তিনটি কারণের একটি কাজ ছিল: অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি, সামাজিক প্রকৌশল এবং রাজনৈতিক প্রকৌশল।

The Timing কাগজের কিছু অনুমানগুলির মতোই কৌতূহলী ছিল। কর্ণাটক, গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ, পাঞ্জাব, রাজস্থান, উত্তর প্রদেশ, ছত্তিশগড়, উত্তরাখণ্ড এবং তেলেঙ্গানা প্রধানমন্ত্রী জন ধন যোজনা এবং নারী মুদ্রা ঋণ অ্যাকাউন্টের মতো (কেন্দ্রীয়) অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রকল্পগুলির কারণে মহিলাদের নির্বাচনী অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এটি প্রতিষেধক হতে পারে, কাগজটি বলেছে, নির্বাচিত বরাদ্দের মাধ্যমে বিনামূল্যে এবং প্রতিশ্রুতি দেওয়ার জন্য। সম্প্রতি সমাপ্ত রাজ্য বিধানসভা নির্বাচন, কাগজটি বলেছে, "একটি ক্রমবর্ধমান বাস্তববাদের দিকে ইঙ্গিত করেছে যে ভোটাররা বিনামূল্যে পছন্দ করেন না বরং বাস্তব উন্নয়ন ফলাফল"। লেখকদের এই অনুমান যদি সত্য হয়ে থাকে, তাহলে কেন্দ্রীয় অন্তর্ভুক্তি পরিকল্পনার নিছক ভিত্তিতে বিজেপির কর্ণাটক, পাঞ্জাব, রাজস্থান এবং উত্তর প্রদেশে জয়লাভ করা উচিত ছিল, যা তা করেনি।

পরিশেষের পর্যবেক্ষণঃ কাগজ অনুসারে, 2024 সালের নির্বাচন ছিল একটি "Wateshed " নির্বাচন, যা একটি উন্নত সাক্ষরতার হার, উচ্চতর মহিলা ভোটার ভোটার অনুপাত, নতুন ভোটারদের একটি বড় দল, উচ্চতর সামষ্টিক - অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং সামগ্রিক হ্রাসের পটভূমিতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। দারিদ্র্যের অনুপাত সবই বিজেপির একটি থিঙ্ক ট্যাঙ্ক দ্বারা পরিচালিত বিশ্লেষণের মতো শোনাচ্ছে।

যাইহোক, Lokniti- CSDS সমীক্ষা (দ্য হিন্দুতে প্রকাশিত) ইঙ্গিত দেয় যে পুরুষ ভোটারদের তুলনায় মহিলা ভোটারদের মধ্যে বিজেপির জন্য কিছুটা কম পছন্দ 2024 সালের নির্বাচনেও বজায় ছিল। জনসংখ্যা জুড়ে, যেমন Lokniti- CSDS সমীক্ষা ইঙ্গিত করে, ভোটদানের আচরণ অর্থনীতির সামগ্রিক কর্মক্ষমতার প্রতিক্রিয়া হিসাবে না হয়ে পারিবারিক স্তরে অর্থনৈতিক মঙ্গলের উপলব্ধি দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে বলে মনে হয়, নারীরাও, ব্যাপকভাবে, সেই বিবেচনার সাথে ভোট দিয়েছেন বলে মনে হচ্ছে।

1st semester Major Final University Result_2024

SL	College ID	Name	Univ. Roll	Marks
1	23160004	ANAWESHA DAS	18412	FS
2	23160005	ANKITA GHOSH	18422	7.15
3	23160006	ANNASHA BISWAS	18433	7.9
4	23160007	ARPITA JOARDER	18454	6.4
5	23160008	ARPITA KARMAKAR	18455	6.3
6	23160009	ARPITA MONDAL	18456	AB
7	23160011	AYESHA SIDDIKA	18478	FS
8	23160012	BABINAJ KHATUN	18479	FS
9	23160013	BAISHAKHI SHIL	18486	6.5
10	23160014	BARNITA MONDAL	18493	AB
11	23160016	BHABANI HALDER	18507	8.1
12	23160018	DIYA SAHA	18577	FS
13	23160019	IBNE JUBIA KHATUN	18618	8.05
14	23160020	JALEMA KHATUN	18628	AB
15	23160231	JESMINA AKTAR BANU	18636	AB
16	23160022	JINIA KHATUN	18645	FS
17	23160023	JUI SAHA	18650	7.95
18	23160024	KHADEJA KHATUN	18670	FS
19	23160025	KOHINUR KHATUN	18683	AB
20	23160026	LIZA AKTAR BANU	18701	FS
21	23160027	LOPA SARKAR	18702	FS
22	23160029	MANASHI PAL	18735	FS
23	23160030	MANDIRA ADHIKARY	18740	FS
24	23160234	MANOWARA KHATUN	18749	FS
25	23160031	MARIYAM KHATUN	18750	Fs
26	23160035	MOHONA KHATUN	18783	FS
27	23160038	NABIYA KHATUN	18832	FS
28	23160039	NAJMUNNAHAR KHATUN	18840	FS
29	23160041	NEHA MANDAL	18859	6.5
30	23160042	NILIMA KHATUN	18865	FS
31	23160044	PALLABI MONDAL	18882	6.6
32	23160045	PAMI MANDAL	18890	7.8
33	23160046	PAMPI GHOSH	18892	FS
34	23160047	PINKI DAS	18912	FS

35	23160048	PIYALI BISWAS	18923	7.85
36	23160051	PURNIMA MONDAL	19007	FS
37	23160053	RACHHIYA KHATUN	19010	FS
38	23160237	REJUANA KHATUN	19034	FS
39	23160057	RIYA PRAMANIK	19104	FS
40	23160058	ROJINA KHANAM	19108	FS
41	23160059	RUBINA KHATUN	19116	7.55
42	23160062	SABANA YASMIN	19142	FS
43	23160063	SABINA YASMIN	19145	6.05
44	23160238	SAHIDA KHATUN	19165	FS
45	23160069	SANIA AKHTAR	19211	FS
46	23160241	SHILPI DUTTA	19267	FS
47	23160071	SHILPI HALDAR	19268	FS
48	23160075	SONALI MONDAL	19324	AB
49	23160076	SONALI SARKAR	19325	7.45
50	23160077	SUMAIYA SULTANA	19372	FS
51	23160078	SUMANA GHOSH	19376	6.75
52	23160080	SUPARNA GHOSH	19399	FS
53	23160081	SURABHI KHATUN	19408	AB
54	23160082	SUSMITA KARMAKAR	19417	AB
55	23160083	TAJKURA KHATUN	19427	FS
56	23160084	TAMANNA KHATUN	19428	AB
57	23160085	TANIA BISWAS	19429	7.45
58	23160086	TANISHA ROSE	19436	FS
59	23160087	TINA KHATUN KHAN	19458	6.85
60	23160088	TUHINA KHATUN	19489	6.05
61	23160090	ABDUL KADER JILANI	19505	AB
62	23160091	ABDUL MOMIN MONDAL	19509	AB
63	23160244	ABDUR RIPAN MONDAL	19511	AB
64	23160092	AKASH HALDER	19534	6.15
65	23160094	ALAMIN BISWAS	19563	8.05
66	23160095	AMENULLA SHAIKH	19566	8.1
67	23160098	ANKIT PRAMANIK	19594	7.15
68	23160099	ANKON PRAMANIK	19595	6.3
69	23160100	ARGHYA DAS	19605	AB
70	23160104	ASHIP SHAIKH	19642	6.65

71	23160245	ASIF SK	19647	AB
72	23160246	ATANU MANDAL	19656	FS
73	23160105	ATANU SARKAR	19657	7.4
74	23160106	ATTAB HOSSAIN	19660	FS
75	23160107	AYAN BISWAS	19665	Fs
76	23160108	AYAN DAS	19666	FS
77	23160109	AYAN SARKAR	19675	FS
78	23160110	AYAN SARKAR	19676	FS
79	23160113	BIBRATA HALDAR	19695	FS
80	23160114	BIJOY DAS	19698	FS
81	23160115	BIJOY PRAMANIK	19701	FS
82	23160116	BIKRAM MONDAL	19718	FS
83	23160118	BISWARUP PRAMANIK	19746	7.25
84	23160119	BUBAI PRAMANIK	19760	6.5
85	23160247	CHHALEMAN SHAIKH	19767	AB
86	23160122	DEBRAJ DEY	19783	FS
87	23160123	DEEP CHAND SAHA	19785	7.15
88	23160125	DIPANKAR BISWAS	19804	FS
89	23160126	EBNE JAID BISWAS	19809	6.35
90	23160127	EKBAL HOSSAIN MONDAL	19810	FS
91	23160128	FARHAN BISWAS	19820	FS
92	23160131	FERDUS BISWAS	19825	6.3
93	23160132	GOPAL SAHA	19831	6.95
94	23160133	HASANUJJAMAN BISWAS	19843	FS
95	23160134	HRIK MANDAL	19848	FS
96	23160136	IMAM MANDAL	19856	FS
97	23160137	IMAM SHAH	19857	FS
98	23160138	JAHED MONDAL	19868	FS
99	23160139	JAHEDUL MONDAL	19869	6.2
100	23160140	JAYANTA SHIL	19878	FS
101	23160141	JIT MAITRA	19887	FS
102	23160248	JULFIKKAR MONDAL	19903	FS
103	23160249	KAJAL DAS	19905	FS
104	23160142	KIRAN HOSSAIN SHAIKH	19914	FS
105	23160145	MAHARGHYA CHAKRABORT	19928	FS
106	23160147	MANIRUL MANDAL	19946	FS

107	23160148	MASBUR HASAN RAJA	19954	FS
108	23160151	MD JAFAR IMAM SHAIKH	19964	FS
109	23160152	MD ZAHID HOSSAIN	19968	FS
110	23160153	MEHEBUB SK	19974	AB
111	23160155	MIJANUR HOSSAIN SARDAR	19982	FS
112	23160158	MILAN SHAIKH	19987	FS
113	23160160	MOMINUL HASAN MONDAL	20004	FS
114	23160162	MRINMOY MANDAL	20014	FS
115	23160163	MUKESH SEKH	20017	AB
116	23160165	NAIEM BISWAS	20035	FS
117	23160167	NAYIM SHAIKH	20043	FS
118	23160168	NILAY MANDAL	20048	FS
119	23160169	NIMAI CHAND PAL	20051	FS
120	23160170	NURSALIM SK	20056	6.45
121	23160171	PIJUSH KR MONDAL	20077	7.65
122	23160173	RAHIDUL MANDAL	20136	AB
123	23160174	RAHUL KHAN	20141	6.15
124	23160252	RAHUL MANDAL	20142	AB
125	23160175	RAIHAN MANDAL	20149	6.3
126	23160176	RAJ KARIKAR	20154	6.55
127	23160177	RAJ MONDAL	20156	6.45
128	23160179	RAKIBUL ISLAM BULBUL	20206	FS
129	23160180	RAMIJ RAJA KHAN	20209	FS
130	23160182	RANI SEIKH	20230	FS
131	23160183	RANIT BISWAS	20232	FS
132	23160185	RIAZ KHAN	20247	FS
133	23160187	RIK MALAKAR	20257	FS
134	23160190	RIPON MONDAL	20268	FS
135	23160192	ROBIUL ISLAM MONDAL	20274	FS
136	23160255	ROCKY GHOSH	20275	FS
137	23160193	ROKIBUL BISWAS	20287	FS
138	23160195	RUBEL MOLLA	20297	FS
139	23160198	SABBIR KHAN	20310	FS
140	23160199	SABIDUL SHAIKH	20311	FS
141	23160202	SAGAR SARKAR	20334	FS
142	23160204	SAHIN KHAN	20357	FS

143	23160205	SAION REJA KHAN	20371	6.25
144	23160206	SAKIB KHAN	20380	FS
145	23160257	SAMIN SHAH	20400	FS
146	23160209	SAYAN KARMAKAR	20446	FS
147	23160213	SOJIBUR RAHAMAN	20492	FS
148	23160214	SRIJAN MALAKAR	20529	6.45
149	23160216	SUDIP MANDAL	20551	FS
150	23160217	SUDIP SAHA	20554	FS
151	23160218	SUJIT GHOSH	20570	FS
152	23160220	SULTAN MANDAL	20581	FS
153	23160221	SUNAM MANDAL	20602	FS
154	23160222	SUPRIO CHAKRABORTY	20604	FS
155	23160223	SUROJ MONDAL	20613	FS
156	23160224	SUROJ SHIKH	20614	FS
157	23160225	SUROJIT MANDAL	20615	6.05
158	23160226	SWARAJ KHAN	20625	FS
159	23160227	TAJIBUL MANDAL	20632	FS
160	23160228	TANMAY KARMAKAR	20635	FS

3rd Semester result 2023 in Political Science Department

(2022-2023 batch)

Sl no-	Re.no-	Name	SGPA	Remark
1	016580	FARHIN KHATUN	7.77	QUALIFIED
2	016590	TAMANNA YASMIN	6.46	QUALIFIED
3	016592	TANUSHREE PAL	6.23	QUALIFIED
4	016586	SANCHITA PAL	6.08	QUALIFIED
5	016581	HASINA HATUN	5.85	QUALIFIED
6	016609	SULTAN SARDAR	5.62	QUALIFIED
7	016603	RIPAN MONDAL	5.54	QUALIFIED
8	075992	SUNANDA SAHA	5.54	QUALIFIED
9	016598	MANAB BISWAS	5.38	QUALIFIED
10	016602	RAHUL MONDAL	5.38	QUALIFIED
11	016607	SK EMAMUL ALI	5.38	QUALIFIED
12	016582	ISHA CHOWDHURY	5.31	QUALIFIED
13	016611	TANMOY KR SHARMA	5.31	QUALIFIED
14	016578	ADITI PAL	SUPPLEMENTARY	PLSHCC-6
15	016593	AKBAR MIA	SUPPLEMENTARY	PLSHCC-6, PLSHCC-7
16	016595	GOLAM KIBRIA SARDAR	SUPPLEMENTARY	PLSHCC-7, BNGHGE-1
17	016599	MD KAWSAR MONDAL	SUPPLEMENTARY	PLSHCC-6, PLSHCC-7, BNGHGE-1
18	016601	PRITAM MONDAL	SUPPLEMENTARY	PLSHCC-6, PLSHCC-7
19	016608	SUKANTA PRAMANIK	SUPPLEMENTARY	PLSHCC-5, BNGHGE-1
20	075986	DISHA BISWAS	SUPPLEMENTARY	PLSHCC-6

5th Semester Result in Political Science (2023)

Sl:-	Reg. No:-	Name	SGPA	Result
1	021759	JAHERA KHATUN	7.0	QUALIFIED
2	021768	RUBINA KHATUN	7.0	QUALIFIED
3	021770	SAMIYA KHATUN	6.0	QUALIFIED
4	021780	ANUPAM SAHA	6.0	QUALIFIED
5	021783	BISHNU SARKAR	6.0	QUALIFIED
6	021792	SAID ANUWAR SHAH	6.0	QUALIFIED
7	021760	LABANI SARKAR	5.75	QUALIFIED
8	021771	SHAHANAJ PARVIN	5.75	QUALIFIED
9	021789	NILAY SARKAR	5.75	QUALIFIED
10	021767	RIYANKA MONDAL	5.50	QUALIFIED
11	021757	DARSANA MONDAL	5.25	QUALIFIED
12	021796	SUJOY MONDAL	5.25	QUALIFIED
13	021763	PRITHA BISWAS	SUPPLEMENTARY	PLSHDS-1
14	021765	RIMI BISWAS	SUPPLEMENTARY	PLSHDS-2
15	021782	BARKAT ALI SHAIKH	SUPPLEMENTARY	PLSHDS-1
16	021784	KAMRUJJAMAN BISWAS	SUPPLEMENTARY	PLSHDS-1
17	021786	MD BIN SAYED	SUPPLEMENTARY	PLSHCC-12
18	021791	SAHEL SHAH	SUPPLEMENTARY	PLSHDS-2
19	021793	SANDIP KARMAKAR	SUPPLEMENTARY	PLSHCC-11, PLSHCC-12,PLSHDS-1, PLSHDS-2

6th Semester Result in Political Science (2024)

Sl:-	Reg. No:-	Name	SGPA	Result
1	021759	JAHERA KHATUN	7.25	QUALIFIED
2	021768	RUBINA KHATUN	7.25	QUALIFIED
3	021770	SAMIYA KHATUN	6.25	QUALIFIED
4	021780	ANUPAM SAHA	6.50	QUALIFIED
5	021783	BISHNU SARKAR	6.00	QUALIFIED
6	021792	SAID ANUWAR SHAH	7.00	QUALIFIED
7	021760	LABANI SARKAR	5.50	QUALIFIED
8	021771	SHAHANAJ PARVIN	6.00	QUALIFIED
9	021789	NILAY SARKAR	6.00	QUALIFIED
10	021767	RIYANKA MONDAL	FS	PLSHDS-3
11	021757	DARSANA MONDAL	6.00	QUALIFIED
12	021796	SUJOY MONDAL	6.25	QUALIFIED
13	021763	PRITHA BISWAS	FS	PLSHDS-3
14	021765	RIMI BISWAS	6.00	QUALIFIED
15	021782	BARKAT ALI SHAIKH	FS	PLSHDS-3
16	021784	KAMRUJJAMAN BISWAS	FS	PLSHCC-13,14,PLSHDS-3,4
17	021786	MD BIN SAYED	FS	PLSHDS-3
18	021791	SAHEL SHAH	7.25	QUALIFIED
19		PREYASHI BHATTACHARYYA	FS	SUPPLEMENTARY

✸✸✸✸✸✸

অষ্টাদশ লোকসভার প্রথম বারের সাংসদদের পরিসংখ্যান

এবারের লোকসভা নির্বাচনে (অষ্টাদশ তম) ২০২৪, ৫৪২ জন মোট সদস্যদের মধ্যে ২৮০ জন নতুন তথা প্রথমবারের জন্য নির্বাচিত হয়ে পার্লামেন্টে বা সংসদে গেছেন। এবিষয়ে বেশ কিছু তথ্য পরিসংখ্যান সহযোগে উপস্থাপন করা হল এখানে। (সৌজন্যে ইন্ডিয়া টুডে ম্যাগাজিন)

১। পার্টি বা দল ভিত্তিক নতুন সদস্য বা সাংসদ

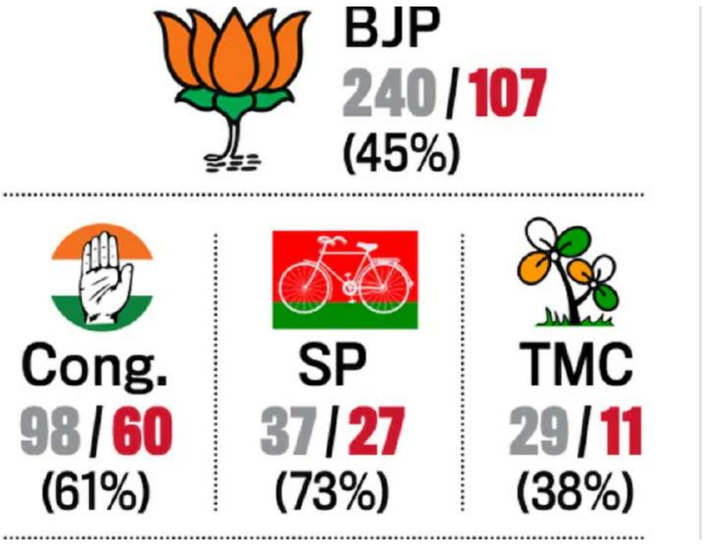

২। ৭৪ জন মহিলা সাংসদ এর মধ্যে এবারে ৪৪ জন প্রথম বারের নতুন সদস্য।

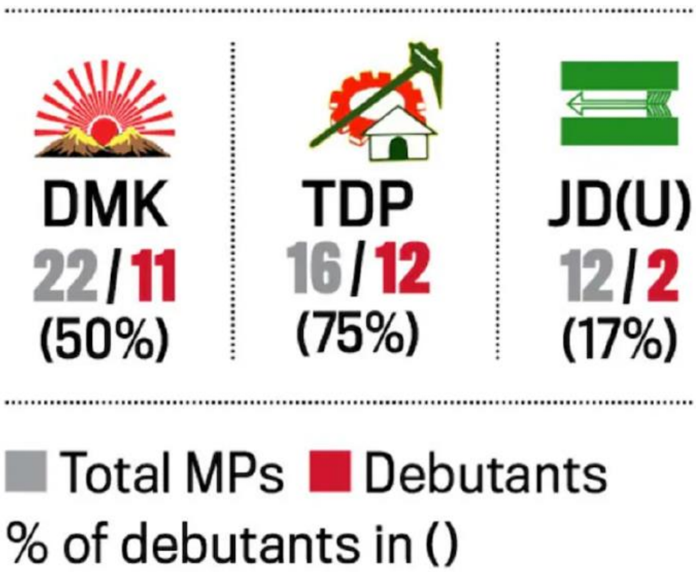

৩। রাজ্য গুলির মোট আসনের মধ্যে কে কত শতাংশ মহিলা প্রতিনিধি প্রেরণ করেছেন, তার পরিসংখ্যান । এক্ষেত্রে কর্ণাটক ও মহারাষ্ট্র মুলতঃ সবচেয়ে বেশি প্রায় ৭০ শতাংশ।

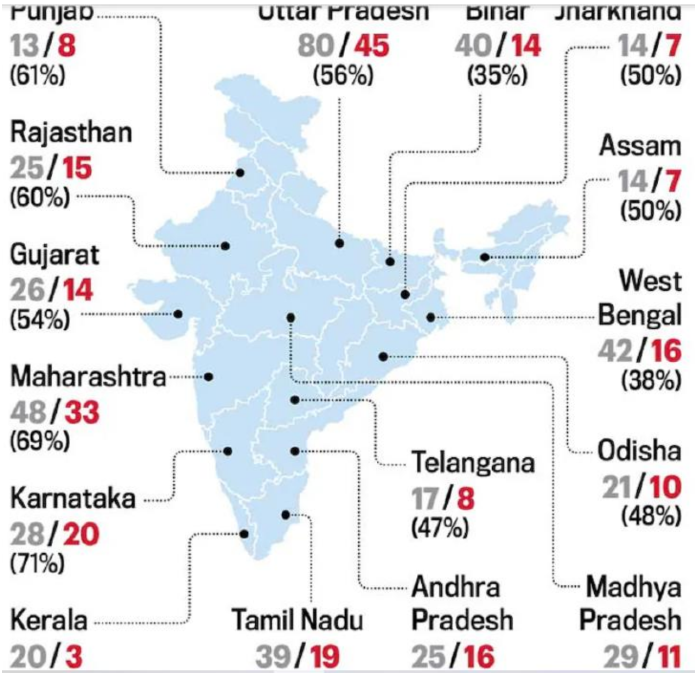

৪। যে ২৮০ জন প্রথম বারের নতুন সাংসদ, তদের মধ্যে প্রায় ২০১ জন (৭২ শতাংশ) সাংসদ ন্যুনতম স্নাতক বা গ্রাজুয়েট ডিগ্রি আছে।

201, or 72%, of the 280 debutant MPs have at least a graduate degree

All MPs / Debutants	
Doctorate	20/9
Professional Postgraduate	40/19
Postgraduate	135/79
Professional Graduate	27/4

৫। প্রথম বারের সাংসদ ও পুরাতন সাংসদদের মধ্যে পার্থক্য বা তুলনামূলক একটি পরিসংখ্যান ।

Graduate	181 / 90
Undergraduate	17 / 9
Inter/Higher Secondary	41 / 31
Diploma Course	12 / 4
Certificate Course	1 / 0
Matriculate	23 / 10
Under-matric	4 / 2
Others	6 / 5

৬। বয়সের পরিপ্রেক্ষিতে সাংসদদের তুলনামূলক অবস্থার একটি পরিসংখ্যান।

NEWBIES VS OLD-TIMERS
(Out of 542 MPs*)

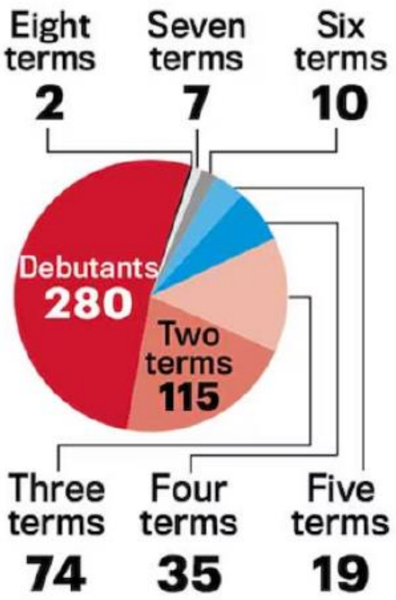

THE AGE PROFILE

Age Group	No. of MPs
25-30	7 / 7
31-40	45 / 31
41-50	110 / 66
51-60	166 / 89
61-70	161 / 74
71-80	52 / 13
81-90	1 / 0

All MPs
Debutants

*Total MPs are 542 as Rahul Gandhi got elected from two seats

✸✸✸✸✸✸

পুস্তক পর্যালোচনা:

তামান্না ইয়াসমিন, স্নাতক সান্মানিক, পঞ্চম সেমিস্টার, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, করিমপুর পান্নাদেবী কলেজ

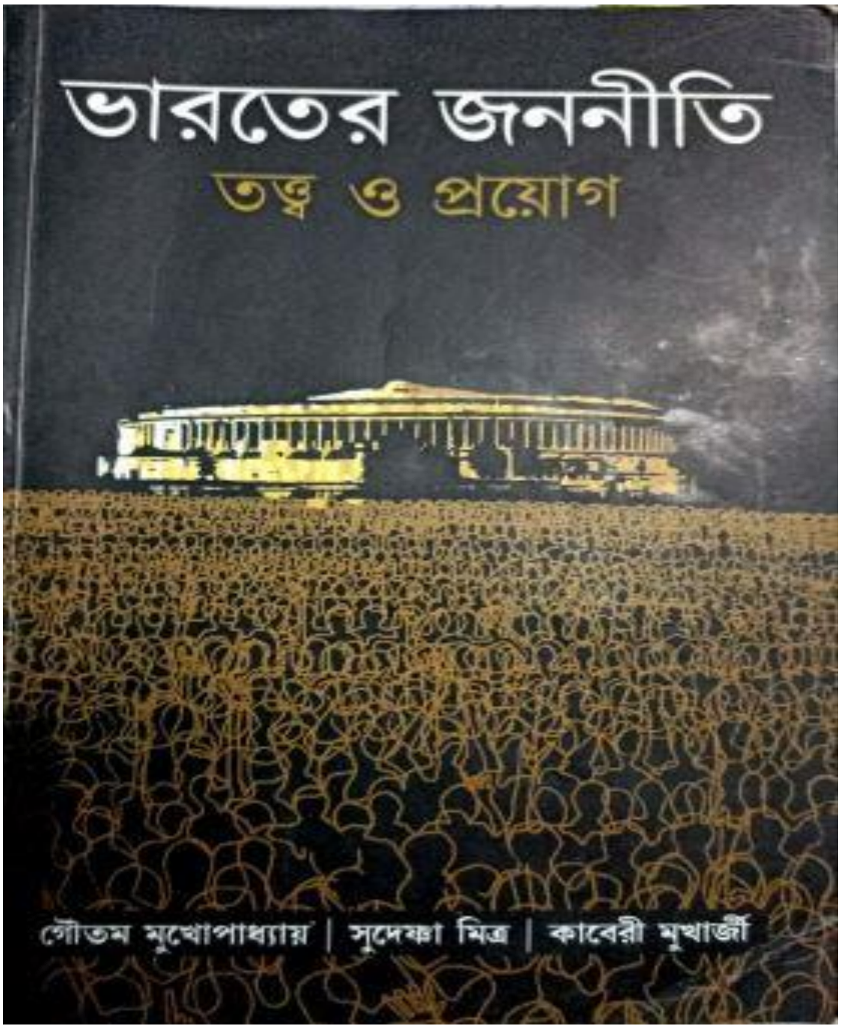

ভারতের জননীতি তত্ত্ব ও প্রয়োগ

লেখক: গৌতম মুখার্জী, সুদেষ্ণা মিত্র ও কাবেরী মুখার্জি।

প্রকাশক: সেতু প্রকাশনী, কলকাতা।

প্রকাশকাল: এপ্রিল, ২০২৩ ।

মূল্য: ২০০ টাকা মাত্র।

ভারতের জননীতি বিষয়টি বর্তমান নতুন শিক্ষানীতি (NEP) এবং পূর্বের সিবিসিএস (CBCS) এর রাষ্ট্রবিজ্ঞানের যে পাঠ্যসূচি তাতে একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। জননীতির উদ্ভব, বিবর্তন, বিজ্ঞান, তাৎপর্য, বিভিন্ন মডেল প্রভৃতি শিক্ষার্থীদের পঠন-পাঠনের অন্যতম অঙ্গ। বাংলায় মাধ্যম হিসেবে যে সমস্ত শিক্ষার্থীরা বিষয়টি পড়াশোনা করছে তাদের ক্ষেত্রে সেতু প্রকাশনীর এই বইটি বিশেষভাবে সহায়ক। বইটিতে ভূমিকা এবং উপসংহার সহযোগে মোট ১১ টি প্রবন্ধ সংযোজিত হয়েছে। জননীতির বিভিন্ন দিকগুলি সহজ ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে। পরিশেষে ভারতবর্ষের গুরুত্বপূর্ণ জননীতিগুলির সামগ্রিক ব্যাখ্যা তাৎপর্য সহকারে বর্ণনা করা হয়েছে যা শিক্ষার্থীদের জন্য খুবই কার্যকরী। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি যারা জননীতি বিষয়ে চর্চা করছেন তাদের ক্ষেত্রেও প্রাথমিকভাবে বইটি সহায়ক হবে এটি প্রত্যাশা করা যায়।

✸✸✸✸✸✸

কুইজ

সৌরভ স্বর্ণকার, প্রাক্তন ছাত্র, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ করিমপুর পান্নাদেবী কলেজ

১) সংবিধান সবার প্রথম স্থায়ী সভাপতি কে ছিলেন?

ক) ডক্টর সচিব আনন্দ সিনহা

খ) ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদ

গ) শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী

২) ভারতীয় সংবিধানের "প্রস্তাবনা" ধারণাটি কোন দেশের সংবিধান থেকে গৃহীত হয়েছে?

ক) গ্রেট ব্রিটেন

খ) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

গ) কানাডা

৩) KPN আইন প্রণীত হয় কত সালে?

ক) ১৯৮০

খ) ১৯৮৫

গ) ১৯৭১

৪) কেশবানন্দ ভারতী বনাম কেরাল রাজ্য মামলা কত সালে হয়েছিল?

ক) ১৯৭৩

খ) ১৯৭৬

গ) ১৯৭৯

৫) কার্যকালের আগে রাষ্ট্রপতি পদত্যাগ করতে চাইলে তিনি তার পদত্যাগ পত্র কার কাছে পাঠাবেন?

ক) উপরাষ্ট্রপতি

খ) রাষ্ট্রপতি

গ) সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি

৬) কত সালে জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা আইন প্রণয়ন করা হয়?

ক) ২০১৫

খ) ১০১২

গ) ২০১৩

৭) কে ভারতের প্রথম মহিলা রাষ্ট্রপতি?

ক) প্রতিভা দেবী শিং পাটেল

খ) সরোজিনী নাইডু

গ) মীরা কুমারী।

৮) মৌলিক অধিকার সংরক্ষণের জন্য সুপ্রিম কোর্ট কয় প্রকার লেক জারি করতে পারে?

ক) ৫

খ) ১

গ) ৩

৯) ভারতীয় পার্লামেন্টের দুটি অধিবেশনের মধ্যে সর্বাধিক কত দিনের ব্যবধান থাকে?

ক) ৬ মাস

খ) ৩ মাস

গ) ১ মাস

১০) কত সালে ভারতের ক্রেতা সুরক্ষা আইন পাস হয়?

ক) ২০০৫

খ) ১৯৮৬

গ) ১৯৫৫

১১) কার দ্বারা অ্যাটর্নি জেনারেল নিযুক্ত হন?

ক) রাষ্ট্রপতি

খ) প্রধানমন্ত্রী

গ) পার্লামেন্ট

১২) জাতীয় নির্বাচন কমিশনে কতজন সদস্য থাকেন?

ক) ২

খ) ৫

গ) ৩

১৩) কত সালে প্রথম সংবিধান সংশোধনী আইন পাস হয়?

ক) ১৯৫১

খ) ১৯৭৩

গ) ১৯৫০।

১৪) কত সালে তথ্যের অধিকার আইন পাস হয়?

ক) ২০০০

খ) ২০০৫

গ) ১৯৮০

১৫) জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের সভাপতি কে হন?

ক) অর্থমন্ত্রী

খ) প্রধানমন্ত্রী

গ) রাষ্ট্রপতি।

১৬) ভারতীয় সংবিধানের কততম সংশোধনীতে দলত্যাগ বিরোধী আইনের কথা বলা হয়েছে?

ক) ৫৬

খ) ৫২

গ) ৪৭

১৭) ভারতের প্রথম ভাষাভিত্তিক গঠিত রাজ্য কোনটি?

ক) পশ্চিমবঙ্গ

খ) তেলেঙ্গানা

গ) অন্ধ্রপ্রদেশ।

১৮) ভারতের অর্থ কমিশনের সভাপতি কে কে নিয়োগ করেন?

ক) রাষ্ট্রপতি

খ) প্রধানমন্ত্রী

গ) অর্থমন্ত্রী।

১৯) জাতীয় জরুরি অবস্থা জারি করা হয়?

ক) ৩৫২

খ) ৩৫৬

গ) ৩৬০ নং ধারা অনুযায়ী

২০) এটর্নি জেনারেল তার পদত্যাগ পত্র কার কাছে জমা দেন?

ক) রাষ্ট্রপতি

খ) প্রধানমন্ত্রী

গ) রাজ্যপাল

আমার চোখে আমার বিভাগ

জাহেরা খাতুন, ষষ্ঠ সেমিস্টার উত্তীর্ণ, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, করিমপুর পান্নাদেবী কলেজ

আমি 2021-2022 একাডেমিক সেশন এর ছাত্রী। এ বছর July এ আমি আমার স্নাতক স্তরের ষষ্ঠ সেমিস্টার সম্পন্ন করেছি। এখন আমি প্রাক্তন। বিদ্যালয়ে পঠন পাঠনের সময় থেকেই খুব ইচ্ছা ছিল রাষ্ট্রবিজ্ঞান নিয়ে অনার্স করার । সেই ইচ্ছা নিয়ে 2021-এ H.S. পরীক্ষা দিয়ে 2021 এর শেষে ভর্তি হলাম করিমপুর পান্না দেবী কলেজ রাষ্ট্রবিজ্ঞান এ অনার্স নিয়ে । কলেজের প্রথম দিনে প্রথম ক্লাসে আসেন প্রসেনজিৎ বাবু। তিনি এসে আমাদের সঙ্গে self introduction করেন এবং একটা টপিক এর উপর সংক্ষিপ্ত বক্তব্য দেন।তার কথা শুনে খুব ভালো লাগে এবং কলেজের প্রতি আগ্রহ জন্মায় । তারপর আসেন মৃনাল সিংহ বাবু । তিনিও আমাদের একটি টপিক এর উপর পড়ান।তার ক্লাসও অনেক ভালো লাগে । এভাবেই শুরু হয় বিভাগের পঠন পাঠন। তখনও করোণার ভয়াবহতা পুরোপুরি কাটেনি । যার কারণে কিছু দিন ক্লাস হয়ে কলেজ অফ হয়ে যায় । কলেজ অফ থাকলেও আমাদের বিভাগের শিক্ষক রা দায়িত্ব ও কর্তব্যের অনুযায়ী google মিটে অনলাইন ক্লাসের ব্যবস্থা করেন। এবং যথেষ্ট দায়িত্ব সহকারে অনলাইন ক্লাস নেই। এই প্রচেষ্টা আরো বেশি মুগ্ধ করে। অনলাইন ক্লাস এবং অনলাইন এক্সাম নিয়েই প্রথম বছরটি কেটে গিয়েছিল।

এরপর করোনার আশঙ্কা থেকে আমরা পুরোপুরি মুক্ত ছিলাম। তাই অফলাইন ক্লাস এবং অফলাইন এক্সাম এর সম্ভাবনা নিয়ে উত্তেজনার সঙ্গে শুরু করি তৃতীয় সেমিস্টার। কখন থেকে আমাদের কন্টিনিউয়াসলি ক্লাস হতে থাকে। তৃতীয় সেমিস্টারের প্রথম দিকে আমাদের বিভাগের পক্ষ থেকে একটি ন্যাশনাল সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছিল-ন্যাশনাল সেমিনার অন কালচারাল ডিভারসিটি অফ ইন্ডিয়া এ মাল্টি ডিভেনশনাল অ্যাপ্রচ (9-10,September,2022)। এখানে কলেজ ও ইউনিভার্সিটি থেকে অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিরা আসেন। তাদের মধ্যে ছিলেন লোকসভার বিশিষ্ট একজন সদস্য মহুয়া মৈত্র।

আমাদের বিভাগের শিক্ষক- শিক্ষিকা আমাদের সঙ্গে বন্ধুত্বসুলভ আচরণ করেন এবং অভিভাবকের মতো শাসনও করেন। আমরা ওনাদের সঙ্গে আমাদের পড়াশোনার পাশাপাশি ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে ও নানান কথা আলোচনা করতে পারি এবং কোন সমস্যার কথা জানালে তারা যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গে সেটা শুনতেন এবং সমাধান বার করে দিতেন। তাদের সঙ্গে একটা সুমধুর সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এবং ক্লাসের প্রত্যেকের সঙ্গে একটি বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। আমাদের বিভাগের সকল অধ্যাপক ও অধ্যাপিকা দের ক্লাস করানোর বিষয়টি খুবই ভালো লাগতো এবং সর্বদা বাস্তবতা নিয়ে কথা বলেন যা আমাদের একজন প্রকৃত মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে সাহায্য করে। এছাড়াও সিক্স সেমিস্টারের একটি ডেজার্টেশন নামে একটি রিসার্চ পেপার ছিল যেটি করার জন্য আমাদের অনেকের কাছে যেতে হয়েছে। এটি করতে গিয়ে আমাদের বিভাগের শিক্ষক প্রধানত প্রসেঞ্জিত স্যার আমাদের যথেষ্ট সহযোগিতা করেছিল। এটি করতে গিয়ে অনেক অভিজ্ঞতা অর্জন

করেছি আমরা। এভাবেই আমরা আমাদের সেমিস্টার কমপ্লিট করেছি। আমাদের বিভাগের স্যার ম্যাম দের বন্ধুত্বসুলভ আচরণ এবং তাদের আমাদের প্রতি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ববোধ কর্তব্য গার্জিয়ানের মত ভালোবাসা পেয়ে আমরা ধন্য। এখন এসবই স্মৃতি। এসব কথা ভাবলে খুব ভালো লাগে আবার অনেক খারাপও লাগে। সেমিস্টার কমপ্লিট করে রাষ্ট্রবিজ্ঞান পাঠ থেকে কতটা জ্ঞান অর্জন করেছি তা জানি না কিন্তু জীবনে চলার পথে যে মূল্যবোধ প্রয়োজন তা আমার বিভাগ থেকে অর্জন করতে পেরেছি আর এখানেই আমি অনেক খুশি।

ফিরে দেখা........

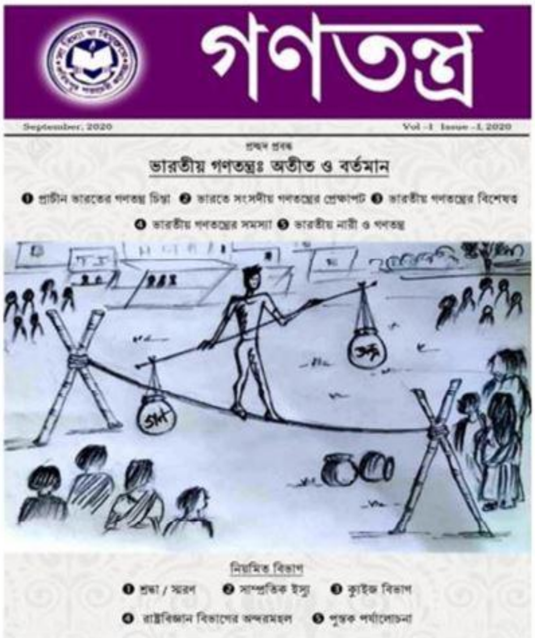

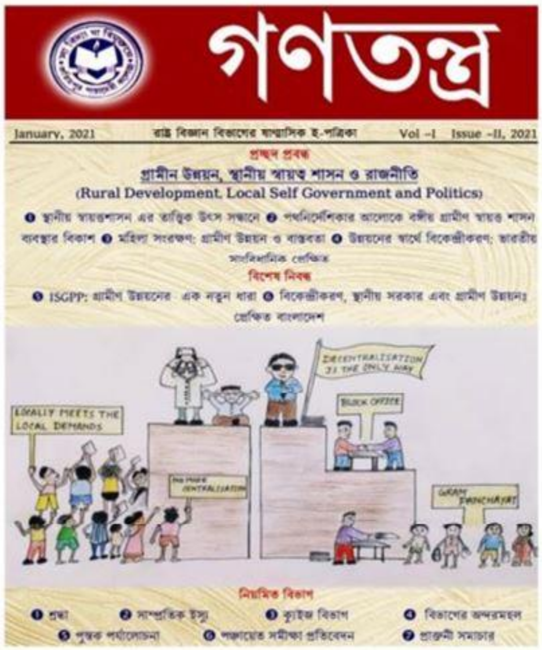

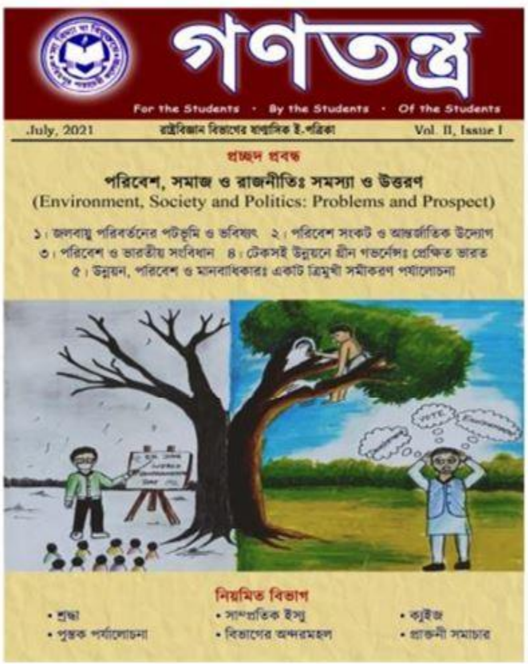

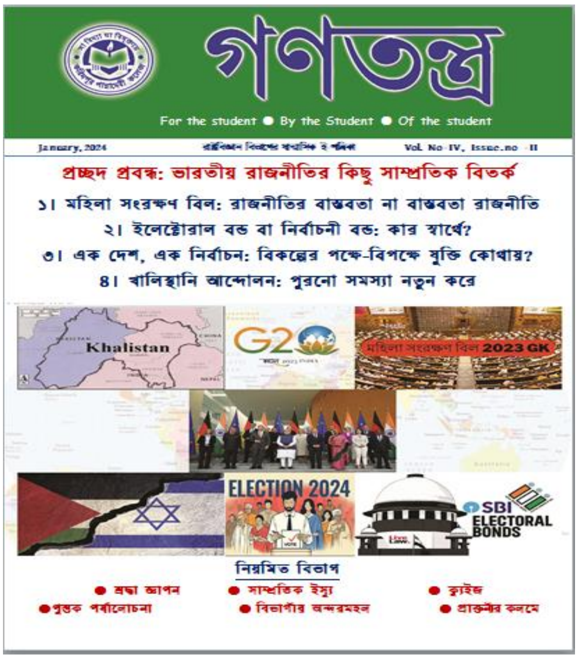

ক্যুইজের উত্তর - ১) খ, ২) খ ,৩) ক ৪) ক, ৫) ক, ৬) গ, ৭) ক, ৮) ক, ৯) ক, ১০) খ, ১১) ক, ১২) গ, ১৩) ক, ১৪) খ, ১৫) খ, ১৬) খ, ১৭) গ, ১৮) ক, ১৯) ক, ২০)ক